একক ২ ❒ বৈষ্ণব পদাবলী

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ গান্ধার

২.২.১ আলোচনা

২.৩ কেদার

২.৩.১ আলোচনা

২.৪ রয়নি কাজর বম

২.৪.১ আলোচনা

২.৫ কামোদ

২.৫.১ আলোচনা

২.৬ কুলবতি কঠিন কবাট

২.৬.১ আলোচনা

২.৭ শ্রীরাগ

২.৭.১ আলোচনা

২.৮ শ্রীরাগ

২.৮.১ আলোচনা

২.৯ বড়াই হেরি দেখ

২.৯.১ আলোচনা

২.১০ নটবর নব কিশোর রায়

২.১১ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় : আক্ষেপানুরাগ : সংজ্ঞা

২.১২ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় অভিসার : সংজ্ঞা

২.১৩ গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

২.১৪ বৈষ্ণব পদাবলীর কলহান্তরিতা পর্যায়

২.১৫ নৌকা ও দানলীলা পর্যায়

২.১৬ গোষ্ঠলীলা

২.১৭ অনুশীলনী

১.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাস সুবিস্তৃত। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর শুরু। আর তা থেমেছে রবীন্দ্রনাথের ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’তে। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বৈষ্ণব পদবলীর ইতিহাস।

বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে এই বিভাজন। প্রথম স্তর : চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী ; দ্বিতীয় স্তর : চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণব পদাবলী ; তৃতীয় স্তর : চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলী। প্রথম স্তরের উল্লেখযোগ্য কবি—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ; দ্বিতীয় স্তরের—রামানন্দ বসু, নরহরি, বাসু ঘোষ ; তৃতীয় স্তরের—জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস।

প্রথম স্তরের বৈষ্ণব পদাবলী মূলত প্রেমের কবিতা। এগুলি মধ্যযুগের গীতকবিতা অর্থাৎ পদাবলী। ‘পদাবলী’ শব্দটি জয়দেব ব্যবহার করেছিলেন ‘মধুরকোমলকান্ত’ কবিতা হিসাবে। দ্বিতীয় স্তরের পদাবলীতে চৈতন্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন। সে কবিতা হল সজীব, সরল। তৃতীয় স্তরে প্রেমের সঙ্গে ভক্তি এসে মিশল। তাই এ কবিতা হল প্রেমভক্তির কবিতা। এ যুগে কবিতায় মিশল বৈষ্ণবতত্ত্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতে মূল বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তার সঙ্গে মিলল গৌরাঙ্গ চরিত ও মহিমা। মধুর রসের সঙ্গে বাৎসল্য ও সখ্যরসও এসে গেল। ভাষা—সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা। ভাবে ও ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে দাঁড়াল। সপ্তদশ শতাব্দীর পর বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় ভাটা পড়ে গেল। শেষবারের মতো তার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

২.১ প্রস্তাবনা

বৈষ্ণব পদাবলীর নির্বাচিত দশটি পদের শব্দার্থ ও আলোচনা :

তথা রাগ

ধরম করম গেল গুরু-গরবিত।[১]
অবশ করিল কালা[২] কানুর পিরিত॥[৩]
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।[৪]
কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী॥[৫]
বাহির হইতে নারি[৬] লোক চরচাতে।
হেন মন করে[৭] বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।[৮]
কানু-পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে॥
খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে।[৯]
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল[১০] অন্তরে॥
জারিল সে[১১] তনু মন ব্যাপিল[১২] শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

পাঠান্তর ঃ ১। ‘দুরে গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু-গরবিতে’ ২। ‘মোরে’, ৩। ‘পিরিতে’ ৪। ‘(সই) ঘরে পরে কিনা বলে করিব গো কি’। ৫। ‘কেবা নাঞি করে প্রেম আমরা কলঙ্কি’ ৬। ‘বাহিরে বেড়াতে নারি’ ৭। ‘এমন করয়ে মন’ ৮। পরের দুটি পঙ্ক্তির পাঠ—‘একে নারী কুলের বৌরি পুড়ি মরি শোকে। /তাহে কানুপরিবাদ দেই পোড়া লোকে’। ৯। ‘খাইতে না পারি স্থির হৈতে নারি ঘরে’। ১০। ‘সামাল্য’ ১১। ‘জারিলেক’ ১২। ‘ঝাপিল’।

শব্দ-টীকা ঃ ধরম...গরবিত—কৃষ্ণের প্রেমে রাধার ধর্ম-কর্ম গুরুজনের গর্ব সবই চলে গেছে। অবশ...পিরিত—কৃষ্ণপ্রেম রাধাকে অবশ করে দেয়। ঘরে...হাম কি—ঘরের মানুষরা রাধার নামে অনেক কথা বলে, পরেও অনেক কথা রাধার নামে নানা কথা বলে। এখন রাধা কী করবেন ? কে না ...কলঙ্কী—সকলেই তো প্রেম করে (কে না করয়ে প্রেম)—কিন্তু সব কলঙ্কের ভাগী হতে হয় কেবল রাধাকে। বাহির... চরচাতে—লোকের সমালোচনায় (চরচাতে) রাধা ঘরের বাইরে যেতে নারেন না। হেন...মরিতে—রাধা বলছেন 'ইচ্ছে করে বিষ খেয়ে মরি।' একে...লোকে—কুলবতী নারীকে লোকে অবলা বলে। কানু...শোকে—কৃষ্ণের সঙ্গো প্রেমে রাধার যে কলঙ্ক হয়েছে সেই শোখে তিনি পুড়ে মরতে চান। খাইতে...অন্তরে—(এই শোকে) রাধা কিছু খেতেও পারেন না, ঘরে (স্থির হয়ে) থাকতেও পারেন না। এ কথা ভাবতে ভাবতে রাধার মনের রোগ হয়ে গেল। চণ্ডীদাস...সুস্থির—পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন (ভণিতায়) : '(রাধা) সুস্থির হও, রোগ সেরে যাবে।'

পদের সারাংশ ও আলোচনা ঃ পদটি আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ। রাধা এখানে কৃষ্ণপ্রেমকেই গঞ্জনা দিয়েছেন। পরপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গো প্রেম করার জন্য রাধার নারীধর্ম, কুলধর্ম, গুরুজনের তাঁর জন্য যে গর্ব সে সবই চলে গেছে। ঘরে-বাইরে রাধা তাঁর এই অবৈধ প্রেমের জন্য নিন্দাবাণে জর্জরিত। প্রেম সবাই করে। কিন্তু রাধাকেই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে হয়। প্রতিবেশীদের কানাকানিতে রাধা তাঁর ঘরের বাইরে বেরোতে পারেন না। রাধার কখনো কখনো বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছ হয়। রাধা বিবাহিতা সে-কারণেই কুলবতী নারী। (কুলের মানসম্মানের প্রশ্নও রাধার অবৈধ প্রেমের জন্য ক্ষুণ্ণ)। তিনি (রাধা) নারী—তাই অবলা। কৃষ্ণপ্রেমের কলঙ্কে রাধা শোকে পুড়ে মরেন। সেজন্য রাধা কিছু খেতেও পারেন না। আবার বাড়িতে থাকাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে রাধা যেন ভেতরে ভেতরে ব্যাধিগ্রস্ত। সেই ব্যাধি ধীরে ধীরে তাঁর শরীর ও মনে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। ভণিতায় পদকর্তা চণ্ডীদাস বললেন—রাধার যা হয়েছে তাঁর ভালোর জন্যই হল। এবার রাধা সুস্থ হবেন।

আক্ষেপানুরাগের এই পদটি রাধার স্বগত-কথন। সখীকে সম্বোধন করে রাধা এখানে নিজের দুঃখের কথা বলেননি। যেন নিজেকেই নিজে আক্ষেপ শুনিয়েছেন। এই স্বগত-কথনে দুটি আক্ষেপেরই প্রাধান্য। প্রথমত প্রেম করার জন্য তাঁকেই দোষী করা হবে কেন ? দ্বিতীয়ত, যেন ইঙ্গিতে রাধা বলেন, তাঁর প্রেমে সমাজের হস্তক্ষেপ তাঁর কাছে অসহনীয়। গৃহ-পরিবেশে ও গৃহ-পরিবেশের বাইরে স্বজনপরিজন, আত্মপরের সমালোচনা রাধাকে করে তোলে শোকাতুর। কানুর প্রেমজনিত নিন্দার হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টা রাধার মধ্যে দেখা যায় না। বরং এ যেন ব্যাধির মতোই তাঁর অন্তর ও শরীরকে আচ্ছন্ন করে। ভণিতায় চণ্ডীদাস রাধার এই সার্বিক আচ্ছন্নতাকেই কৃষ্ণ-কলঙ্কের প্রতিষেধক হিসেবে ভেবেছেন। পদটিতে রাধা নিজেকে কুলবতী আর অবলা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু নিজের কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে তিনি আর ভীরু নন। রাধা বিদ্রোহিনী সমাজের বিরুদ্ধে। রাজার বক্তব্য ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। যেন রাধা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চেয়েছেন ঃ 'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।' চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমিকা সত্তা আর্ত ও ব্যর্থ কান্নায় ক্রন্দসী। চিরকালের রসিক পাঠক চণ্ডীদাসের এই পদ শুনে মুগ্ধ।

২.২ গান্ধার

ধিক[১] রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।

গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
[২]এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে ॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে ॥
যমুনার [৩]জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
[৪]অতএ এ ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গর বিষে ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
[৫]দারুণ পিরিতি সেই বধএ পরাণ ॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'ধিক রহু জীবনে পরাধীনী যেহ। /তাহার অধিক ধিক পরবশ নেহ'। ২। 'পিরিতি অনলতাপে পাষাণ যে গলে'। ৩। 'যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাপ'। ৪। 'অতএ এ ছার ... বিষে' ।।—এই পয়ারটি কোনো কোনো পাঠে নেই। ৫। 'পিরীতি অমিয়া রসে বধএ পরাণ'।

শব্দ-টীকা ঃ ধিক ... জীয়ে—পরাধীন হয়ে জীবনে বেঁচে থাকাকে ধিক্কার জানিয়েছেন রাথা। রাধার নিজের প্রতি নিজেরই ধিক্কার জেগেছে। তাহার ... হয়ে—প্রেমে পরবশ হওয়াকে (কৃষ্ণপ্রেমের বশীভূত হয়োকে) রাধা আরও বেশি ধিক্কার জানিয়েছেন মনের ব্যথায়। এ .... হইল—রাধার পাপের কপালকে বিধাতা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন (গড়ল) যে অমৃতের সাগর তাঁর কাছে বিষতুল্য—যাতে তিনি ডুব দিয়েছেন প্রেমামৃত পাবার জন্য। শীতল মনে করে রাধা পাষাণ কোলে নিলে তাঁর শরীরের অগ্ন্যুত্তাপে পাষাণও গলে যায়। ছায়া ... সনে—তরুলতার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসতে গেলেও তলু-লতা ও পাতা জ্বলে উঠে। যমুনার ... তাপ—প্রাণ জুড়োতে যমুনার জলে রাধা ঝাঁপ দিলেও তাঁর প্রাণ জুড়োয় না। বরং তাঁর প্রাণ আরও বেশি তপ্ত হয়। অতত্র... বিষে—(রাধা ভেবে পান না)—তাঁর প্রাণ কেন বেরোয় না ? তাই তাঁর সংকল্প বিষপান করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। চণ্ডীদাস ... পরাণ—ভণিতায় পদকর্তা চণ্ডীদাস বলছেন রাধা দৈব অর্থাৎ অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানেন না, (কৃষ্ণের) দারুণ প্রেমই রাধার হৃদয়কে (পরাণ) বধ করবে।

২.২.১ আলোচনা

এ পদটিও রাধার আক্ষেপানুরাগের পদ। রাধার স্বগত কথনে পদের ভাষা জীবন্ত। এখানে রাধার আক্ষেপ উচ্চারিত হয়েছে নিজের প্রতি। রাধার প্রথম আক্ষেপ তিনি পরাধীন। দ্বিতীয় আক্ষেপ তিনি 'পরবশ' অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে বশীভূত। অমৃতের সমুদ্রে অবগাহন করে—তিনি প্রেমের অমৃত পাননি—তাঁর ভাগ্যে জুটেছে বিষ। শীতল ভেবে পাষাণ কোলে করলে শ্রীমতীর (রাধার) দেহের তাপে পাষাণও দগ্ধ হয়। ছায়া দেখে রাধা যখন তরুলতাপূর্ণ ছায়াঘন বনে গিয়ে বসেন তখন তাঁর দেহের মধ্যে যে প্রেমদাহ আছে তার তাপে বনে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ জুড়োবার জন্য রাধা যমুনার শীতল জলে ঝাঁপ দেন কিন্তু রাধার প্রাণ জুড়োয় না—প্রাণ জুড়োনোর পরিবর্তে যমুনার জলও রাধাপ্রেমের বহ্নিতে উত্তপ্ত হয়ে যায়। রাধা নিরুপায়। রাধা জানেন না যে কৃষ্ণের সর্বগ্রাসী দারুণ প্রেমই রাধার প্রাণবধকারী।

পদটিতে রাধার আক্ষেপের বেদনা তীব্র। পদটি শ্রীচৈতন্যপূর্ব চণ্ডীদাসের রচিত কিনা ও নিয়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের গবেষক বিমানবিহারী মজুমদারের সংশয় ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ 'রাধাবিরহ' অংশে রাধার কণ্ঠেও এই হতাশার আক্ষেপ শোনা যায় :

'দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী' ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন')

রাধার পাষাণ কোলে নিয়ে প্রেমে দগ্ধ দেহকে শীতল করার ব্যর্থ প্রয়াসও 'মনসামঙ্গল' কাব্যের জনমদুখিনী মনসার মধ্যেও আমরা পাই ঃ 'শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে / পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে।' এ হল চিরকালের দুর্ভাগিনী নারীর অসহায় মর্মবেদনা—যা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধা ও 'মনসামঙ্গাল'-এর জন্মদুখিনী মনসার মধ্যেও পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের রাধার দুঃখ বড়ো গভীর ও বেদনাময়। তাঁর যন্ত্রণা প্রশমিত হতে চায় না। কৃষ্ণপ্রেমের নিরাপদ আশ্রয়ই রাধার কাম্য, কিন্তু সে প্রেম চূড়ান্ত আশ্রয়হীনতার প্রতীক—প্রেমিকা রাধার কাছে। রাধা তাঁর প্রেমের জ্বালা জুড়োতে তরুলতায় পূর্ণ বনে বসে থাকেন শীতল ছায়ার জন্য। রাধার এমনই দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রেমের জ্বালার দহনে বনের ছায়াময় শ্যামলিমাও পুড়ে যায়। পদটিতে এই চিত্রকল্পটি সুন্দর ও রাধার মর্মবেদনার বাণীবহ। শেষ পর্যন্ত আত্মহনন অথবা কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালায় মৃত্যুই রাধার অন্বিষ্ট। যদিও পদকর্তা চণ্ডীদাস ভণিতায় আশ্বাস দিয়ে বলেছেন কৃষ্ণের সেই নিদারুণ সর্বহরণকারী প্রেমই রাধার প্রাণ বধের একমাত্র কারণ হবে। দেহে বাঁচলেও কৃষ্ণপ্রেমে রাধার দেহমন ও প্রাণ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, তবুও হয়তো একদিন রাধা সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে আলিঙ্গান করে সুখী হবেন, এ কথাটি নিশ্চিত।

২.৩ কেদার

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নহি মান॥
তেজল মনিময় হার।
উচকুচ মানএ ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথহি তেজল সগরি[১]॥
মনিময় মঞ্জির[২] পায়।
দূরহি[৩] তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয়[৪] উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'সারি' ২। 'মঞ্জীর' ৩। 'দূরহি' ৪। 'হিয়ে', 'হেরি'।

শব্দ-টীকা ঃ নব... বাধা—নব অনুরাগে মগ্ন রাধার কাছে কোনো বাধাই বাধা বলে মনে হয় না। একলি কএল পয়ান—একাই যাত্রা করলেন (পয়ান)। পথ ... মান—পথ বিপধ (কোনো কিছুই) রাধা মানলেন না। উচকুচ ... ভার—নিজের উচ্চকুচযুগল-কে রাধার ভার বলে মনে হ'ল। 'তেজল ... মনিময় হার'—মনিখচিত হারকেও রাধা ভারস্বরূপ জ্ঞান করে ত্যাগ করলেন। 'কর ... সগরি'—হাতের কঙ্কণ, আংটি (মুদরি) সকলই (সগরি) রাধা পথে ত্যাগ করলেন অর্থাৎ খুলে ফেললেন। 'মনিময় ... পায়'—রাধার পায়ে ছিল মনিময় নূপুর (মঞ্জীর)। 'দূরহি ...

যায়'—সে সব রাধা ফেলে দিয়েছেন দূরে। 'জামিনি ... উজিয়ার'—রাত্রি ঘোর অন্ধকার কিন্তু কামদেব রাধার হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল। অর্থাৎ মদনদেব (মনমথ) রাধাকে চালিত করছেন দুর্গম পথে। 'বিঘিনি... কাট'—রাধা যে পথে চলেছেন সেই পথে বহু বিঘ্ন বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু প্রেমের (প্রেমক) অস্ত্রে (আয়ুধে) রাধা কেটে ফেলেছেন সব বাধা ও বিপদ। বিদ্যাপতি ... আন ॥ —বিদ্যাপতি জানেন এরকম আর কাউকে দেখা যায় না।

২.৩.১ আলোচনা

পদটি অভিসার পর্যায়ের। নবানুরাগিণী একাই বেরিয়েছেন পথে কোনো বাধা মানেন না রাধা। তিনি খুলেছেন তাঁর মণিময় হার। তিনি মানেন না পথ-বিপথের ভয়। উচ্চ স্তনযুগল তাঁর কাছে ভারস্বরূপ। পথে রাধা ত্যাগ করেছেন তাঁর অলংকার, হাতের কঙ্কণ ও আংটি। রাধা দূরে ফেলে দিয়েছেন পায়ের মণিখচিত নূপুর। রাত্রি এখন ঘোর অন্ধকার। কিন্তু প্রেমের দেবতা মন্মথ (মদনদেব) রাধার হৃদয়ে প্রোজ্জ্বল। পথে বিঘ্ন ছড়ানো। কিন্তুর প্রেমের অস্ত্রে রাধা সব বিপদকেই কাটিয়েছেন। ভনিতায় বিদ্যাপতি জানাচ্ছেন এই রকম রমণী তিনি আর কোথাও দেখতে পান না।

প্রথমেই বলা হচ্ছে রাধা 'নব অনুরাগিণী'। এতে বোঝা যায় রাধা নবীনা অভিসারিকা। নতুন প্রেমের তীব্র উন্মাদনা ও অনাস্বাদিতপূর্ব মিলনের আনন্দ লাভের জন্যই রাধার অভিসার যাত্রা। তাই কোনো বাধাই রাধার কাছে প্রকৃত বাধা নয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাধা তাঁর অভিসার যাত্রার আকুল প্রয়াসে বিসর্জন দিয়েছেন সকল ভূষণ। এ কবিতার ভাষাও কোনো কোনো গানের মতোই ছেড়েছে 'তার সকল অলংকার'। পদের হ্রস্ব পঙ্‌ক্তির দ্রুত চালের ছন্দও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

২.৪ রয়নি কাজর বম

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গাম[১]
কুলিশ পরএ[২] দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন[৩]
সংসঅ পড়[৪] অভিসার ॥
সজনী, বচন ছড়ইত[৫] মোহিলাজ।
হোএত সে হোও বরু সব হম অঙ্গিকরু
সাহস মন দেল আজ[৬] ॥
[৭]অপন অহিত লেখ কহইত করতেখ
হৃদয় ন পারিঅ ওর।
চাঁদ হরিন বহ রাহু কবল সহ
প্রেম পরাভব থোর ॥
চরণ বেঢ়িল ফনি হিত মানলি ধনি
নেপূর না করএ রোর।
সুমুখি পুছওঁ তোহি সকল কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর ॥
ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরস চিহ্নিঅ ভূমি

দিগমগ উপজু সন্দেহ।
হরি হরি সিব সিব ভাবে জাইহ জিব
জাবে না উপজু সিনেহ॥
৮ভণই বিদ্যাপতি সুনহ সুচেতনি
গমন ন করহ বিলম্ব।
রাজা সিব সিংঘ রূপনারায়ণ
সকল কলা অবলম্ব॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'ভুজঙ্গাম' ২। 'পলএ', ৩। সমগ্র পঙ্‌ক্তিটির স্থলে—'গরজে তরস মন রোসে বরিস ঘন' ; ৪। 'পলু' ; ৫। বোলইতে ; ৬। ত্রিপদীটির স্থানে—যেহেতু হোএস সেহাএঅ ও বরু / সবে হামে অঙ্গিকরু / সাহস মন দএ আজ ; ৭। 'অপন অহিত লেখ ... 'সিনেহক কতদূর ওর' পাঠ নেপালেতে (নেপালের পুথিতে) নেই। ভণিতাস্থলে 'ভণই বিদ্যাপতিত্যাদি'।

শব্দ-টীকা ঃ রয়নি—রজনী। কাজর—কাজল। বম—বমন করছে। কুলিশ—বজ্র। 'রয়নি ... দুরবার'—রাত্রি কাজল (অর্থাৎ অন্ধকার) উদগীরণ করছে, ভীষণাকৃতি সর্ব (ভুজঙ্গাম) সঞ্চরণরত। দুর্বার বজ্র পড়ছে। গরজ তরজ মন—গর্জনে মন ত্রস্ত। রোস .... ঘন—রুষ্ট মেঘের জলধারা বর্ষণের জন্য রাধা চিন্তান্বিত। সংসঅ ... অভিসার—অভিসারে দেখা দিল সংশয়। হোএত সে হোঅ বরু—যা হয় হোক। সব হম অঙ্গিকরু—'আমি (রাধা) সব অঙ্গীকার করেছি'। অর্থাৎ রাধা তাঁর কথা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সহস মন দেল আজ—'মনকে সাহস দিলাম' অর্থাৎ শ্রীরাধা অভিসারের শঙ্কাতুর পথে যেতে সাহসী। রাধা বলছেন ঃ (আপন ... ওর'—নিজের কপালে যে অমঙ্গালের চিহ্ন লেখা আছে—বলতে কি (কহইত) তা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করছি (পরতেখ)। (কিন্তু) মন যে মানে না।" চাঁদ .... থোর—চাঁদ হরিণচিহ্ন বহন করে, রাহুগ্রাসের কবলে পড়ে, কিন্তু প্রেমের পরাভব সহ্য করে না একটুও (থোর) / চরণ বেঢ়িল ফনি—সাপ চরণ বেষ্টন করল। 'হিত মানলি ধনি'—সুন্দরী (রাধা) তাকেই মঙ্গাল বলে মেনে নিয়েছে। 'নেপুর ন করএ রোর'—(এই সর্ববেষ্টনের ফলে) নূপুরও শব্দ করে না (রোর)। 'সুমুখি পুছওঁ তোহি—হে সুমুখি, তোমাকে জিজ্ঞাসা (পুছওঁ) করি। সরূপ ... মোহি—আমাকে সত্য কথা বল তো।' সিনেহক কত ...... ওর—প্রেমের সীমা কতদূর। ঠামহি ... সন্দেহ—একই স্থানে ঘুরে মরছি, শুধু স্পর্শেই ভূমিকে ভূমিরূপে চিনতে পারছি, নতুবা দিক্‌পথ (দিগমগ) সব বিষয়েই সন্দেহে দোলায়িত আমি (রাধা)। হরি .. সিনেহ—হরি হরি শিব শিব ! প্রেম যদি না জন্মায় (উপজু) তবে তার জন্যই জীবন যাবে। ভণই .... বিলম্ব। বিদ্যাপতি ভণিতায় বলছেন—হে সুচেতনি (রাধা) শোন (সুনহ)। যেতে আর দেরি করো না। রাজা ... অবলম্ব। রাজা রূপনারায়ণ শিবসিংহ সকল কলাবিদ্যার ধারক।

২.৪.১ আলোচনা

আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতির রচনা, এটি রাধার অভিসার। এটি বর্ষাভিসার এবং তামসী (নিশা) অভিসার। বজ্রবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অমা রজনীতে রাধা পূর্বনির্দিষ্ট সংকেতকুঞ্জে যাত্রা করেছেন, সাথে আছেন তাঁরই এক সখী। পথে নিদারুণ বিঘ্ন দেখে রাধার মন সংশয়ে দোলায়িত। তিনি ভাবছেন তাঁর পক্ষে অভিসারে যাওয়া সম্ভব হবে কি ? কৃষ্ণের কাছে রাধা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব তিনি দৃঢ়সংকল্পে স্থির। শেষ পর্যন্ত সাহসী রাধা ভেবেছেন যা ঘটার তা ঘটুক। সব কিছু মেনেই তিনি অভিসারের দুর্গম পথে যেতে আগ্রহী। নিজের অনিষ্ট হবে—এটা স্পষ্ট বুঝেও রাধার মন মানে না। চাঁদ হরিণ-চিহ্ন বহন করে, রাহুর গ্রাসে পড়ে—তবুও প্রেমের পরাজয় সহ্য করে না। এরপর পদকর্তা বিদ্যাপতি নিজেই বর্ণনা করছেন রাধার অভিসারের কথা। তিনি বলছেন—দুর্গম পথে বেরোবার পর রাধা সর্পবেষ্টিত হয়েও ভীত হননি। চরণযুগলে সাপ জড়িয়ে থাকায় রাধার নূপুরও আর শব্দ করছে

না। কবি বিস্মিত। রাধাকে প্রশ্ন করছেন—যে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী তার সীমা কতদূর, রাধা একই স্থানে ঘুরে মরছেন—হারিয়েছেন পথের দিশা। অন্ধকারে ভূমি স্পর্শ করে অভিসারিকা রাধার যাত্রা। শ্রীমতী (রাধা) হরি হরি শিব শিব বলতে বলতে ভাবছেন তাঁর প্রেম যদি না জাগে, তবে সেজন্যই (রাধার) জীবন শেষ হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। ভণিতায় রাজা শিবসিংহের উল্লেখ থাকায়—এটি প্রমাণিত যে, শিবসিংহের রাজত্বকালেই বিদ্যাপতির এই অভিসারের পদটি রচিত।

প্রেমের তপস্যায় দুঃখ বরণ করে রাধা এক দুর্জয় সাহসী রমণী। পথ ও প্রকৃতির দুর্যোগ কবির শব্দ-চিত্ররচনার গুণে জীবন্ত। বিদ্যাপতির রাধা এখানে দেহসর্বস্ব নন, কৃচ্ছ্রসাধনের দৃঢ়তায় ও প্রেমের গৌরবে গরবিনী। প্রেমের পরাজয় রাধার কাছে অসহনীয়। এই রাধা গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দর্শনের তত্ত্বপ্রতিমা নন, ইনি আধুনিক কবির ভাষায় অক্লেশে বলতে পারেন ঃ

> 'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,
> আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।'
>
> ('সবলা', 'মহুয়া', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

২.৫ কামোদ

নন্দ নন্দন চন্দ [১]চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গা।
জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দিত সিন্ধুর[২] ভঙ্গা॥
প্রেম আকুল[৩] গোপ গোকুল
কুলজ কামিনি কন্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ-মন্দির[৪] সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল বলিত কুণ্ডল।
উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ[৬]।
অমল কোমল[৭] চরণ কিশলয়[৮]
নিলয় গোবিন্দদাস॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'চন্দ্র' ২। 'সুন্দর' ৩। 'প্রেমে আকুল' ৪। 'মন্দিরে' ৫। 'উড়চূড়' ৬। 'ভাস' ৭। 'কমল' ৮। 'নিলয়'।

শব্দ-টীকা ঃ নন্দ ... অঙ্গা—চন্দ্রের লাবণ্য ও চন্দনের সুগন্ধনিন্দিত নন্দ-নন্দনের (নন্দের পুত্র কৃষ্ণ) অঙ্গা। কম্বু—শঙ্খ। কন্ধর—গ্রীবা। সিন্ধুর—হস্তী। জলদ ... ভঙ্গা—তিনি (কৃষ্ণ) মেঘের মতো সুন্দর। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা হস্তীর ভঙ্গিকেও হারিয়ে দেয়। প্রেম ... কন্ত—প্রেমাকুল গোকুলের গোপাঙ্গানাদের তিনি (কৃষ্ণ) কান্ত। মঞ্জু— সুন্দর। বঞ্জুল—বেত। কুসুম ... সন্ত—তাঁর বেতস-কুঞ্জ-মন্দির ফুলে সুশোভিত। গণ্ড ... শিখণ্ড—তাঁর (গণ্ড

মণ্ডল) দুলছে কুণ্ডল আর চূড়ায় উড়ছে ময়ূরপুচ্ছ (শিখণ্ড)। কেলি ... দণ্ড—তিনি কেলিতাণ্ডবে তাল দেওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিত। তাঁর বাহু (হাত) দণ্ডকেও (লাঠিকে) দণ্ডিত করে—এমন সুদৃঢ় কৃষ্ণের বাহু। কঞ্জ—কমল। কলুষ-পাপ, কঞ্জলোচন ... ভাষ—তাঁর নয়ন পদ্মের মতো, বাক্য কর্ণের তৃপ্তিদায়ক ও পাপনাশক। অমল ... গোবিন্দদাস—তাঁর চরণপল্লব নির্মল ও সুকোমল। সেই চরণ পদকর্তা গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল (নিলয়)।

২.৫.১ আলোচনা

এটি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনার পদ। শ্রীকৃষ্ণের শরীর এত সুগন্ধপূর্ণ যে চন্দ্র ও চন্দনের গন্ধকেও নিন্দা করতে হয়। তিনি মেঘের মতো সুন্দর। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা হস্তীয় ভঙ্গিকেও হার মানায়। প্রেমে আকুল গোপকামিনীদের তিনি প্রেমিক। তাঁর বেতসকুঞ্জ-মন্দির ফুলে ফুলে সুশোভিত। তাঁর গণ্ডমণ্ডলে দুলছে কুণ্ডল। আর মাথার চুলের চূড়ায় উড়ছে ময়ূরপুচ্ছ। তিনি কেলিতাণ্ডবে তাল দিতে বিদগ্ধ। তাঁর সুদৃঢ় বাহু পরাজিত করে দণ্ডের কাঠিন্যকে। তাঁর দুটি চোখ কমলের মতো সুন্দর। তাঁর বাক্য কর্ণের তৃপ্তিসাধক ও পাপবিনাশক। পল্লবের মতো সুন্দর ও কোমল দুটি অমল চরণ ভক্ত গোবিন্দদাসের আশ্রয়স্থল।

এ পদটিতে অনুপ্রাস অলংকারের হিল্লোলে কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নৈপুণ্যে বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুপম রূপ। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী কুঞ্জ-মন্দিরের বর্ণনায় গোবিন্দদাস অনন্য। কেলিতাণ্ডবে তাল দিতে পণ্ডিত, বিশাল সুদৃঢ় বাহুযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা পড়লে—মনের পটে ভেসে ওঠে শ্রীচৈতন্যের ভুবনমোহন রূপের কথা। জ্ঞানদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা রূপরসিকের সচেতন শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ। পদকর্তা গোবিন্দদাস ভক্তের বিনম্র দৃষ্টি নিয়ে আলংকারিক পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন শ্রীকৃষেমর রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নিকুঞ্জমিলনের গুরুত্ব—ভক্তিভরে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায়।

গোবিন্দদাসের কৃষ্ণরূপ দর্শনের মধ্যে আছে ভক্তির লক্ষণ। সেইজন্য তিনি ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ব্যাকুল।

২.৬ কুলবতি কঠিন কবাট

কুলবতি কঠিন কবাট উদঘাটলুঁ
তাহে কী কন্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে তারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয়ে করি পন্থ হেরত হরি
সুঞরি সুঞরি মন ঝুর॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে জলদজল লাগি।
প্রেম দহনদহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজর কি আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপলুঁ
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর

সহচরি পাওল বোধ ॥

পাঠান্তর ঃ এই পদটি নন্দকিশোর দাসের 'রসকলিকা'য় আছে তাই পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

শব্দ-টীকা ঃ কুলবতি ... বাধা—কুলবতি রাধা ঘরের বউ হয়েও ঘরের দরজা (কবাট) উদঘাটন করলেন। তাহে ... বাধা —তাই অভিসার যাত্রার দুর্গম পথের কাঁটাকে ভয় পান না শ্রীরাধা। নিজ মরিযাদ .... তারলুঁ—রাধা বলছেন ঃ 'আত্মসম্মানরূপ সমুদ্র রাথা উত্তীর্ণ হয়েছি'। তাহে... অগাধা—সেজন্য সামান্য তটিনী অর্থাৎ (বৃন্দাবনের মানসগঙ্গা) নদী রাধা পেরোতে পারবেন না তা হয় না। 'সজনি ... মঝু পরিখন কর দূর—রাধা বলছেন 'সখি আমাকে আর পরীক্ষা করো না'। কেমন করে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে হরি তাকিয়ে আছেন—'কৈছে হৃদয়ে করি ... হরি। সুঞরি সুঞরি ... ঝুর—সে কথা বার বার স্মরণ করে রাধার অন্তর কাঁদছে। কোটি ... লাগি—মদনদেবের শরে রাধা রাত্রিদিন জ্বলে পুড়ে মরছেন বাদলধারায় তার আর কি হবে ? প্রেম দহন ... আগি ॥ প্রেমের অন্তর্দাহ যে হৃদয়ে সহ্য করছে, বজ্রের অগ্নি আর কি তাকে দগ্ধ করতে পারবে। যছু... অনুরোধ—শ্রীরাধার কথা ঃ 'আমার জীবনই তাঁর পদতলে সমর্পণ করেছি, এখন কি দেহের মায়া করব' ? সখি একবার অন্য পদে রাখাকে অভিসার যাত্রার প্রাক্‌কালে জিজ্ঞাসা করেছেন : প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ—সে কথার উত্তর দিয়েছেন রাধা। তিনি কৃষ্ণচরণে সমর্পিতা, তাই দেহ গেল কি থাকল তা নিয়ে রাধা চিন্তিত নন। গোবিন্দদাস বলছেন সুন্দরী রাধা অভিসারে যাও। সখী তখন রাধার কথায় আশ্বস্ত। (কহই) পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন, (ধনি) সুন্দরী অভিসর—অভিসারে যাও। সহচরী—সখী সান্ত্বনা পেলেন।

২.৬.১ আলোচনা

কুলবতী রাধা কুলমর্যাদার দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে পড়েছেন প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে অনন্ত অভিসারের পথে মিলিত হতে। গৃহের অর্থাৎ সমাজের মানমর্যাদার দরজাই যখন খুলে গেছে, তখন পথের কণ্টক আর কী ক্ষতি করতে পারে শ্রীমতীর ? রাধা নিজের মর্যাদারূপী সমুদ্র যখন পেরিয়েছেন তখন সামান্য নদী তাঁর কাছে অতল ও গহন হতে পারবে না। সখী যেন রাধাকে আর পরীক্ষা না করেন। কৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে রাধার অভিসারের পথে তাকিয়ে আছেন মনে ভাবলেই রাধার অন্তর কেঁদে ওঠে। তুলনীয় জয়দেবের 'গীতবোগিন্দ'-এ শ্রীকৃষ্ণ রাধার জন্য :

'রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্'

জয়দেবের কাব্যে সচকিত কৃষ্ণ বাসরসজ্জা রচনা করে তাকিয়ে আছেন অভিসারিণী রাধার পথের দিকে। অতএব জ্ঞানদাসের রাধাও অভিসারে যাবেন। কোটি মদনবাণ যাঁর পর বর্ষিত হয়েছে, সেই রাধা বৃষ্টিধারাকে ভয় পান না। প্রেমের দহনজ্বালায় মুগ্ধ রাধা। ব্রজের আগুন আর তাঁকে কীভাবে পোড়াবে ? যে কৃষ্ণের পদতলে রাধা সমর্পিতা সেখানে দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতির কথা মনেই আসে না। পদকর্তা গোবিন্দদাস ভণিতায় বলছেন : হে সুন্দরি (রাধা) এবার অভিসারে যাও। সহচরী তোমার মর্মকথা বুঝেছে।

২.৭ শ্রীরাগ

শুনইতে কানু মুরলীরব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলু [২] তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি, তৈখনে কহলম [৩] তোয়।

ভরমহি তা সঞ্চে প্রেম বাঢ়য়বি [৪]
জনম গোঙায়বি রোয় ॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি [৫] ইহ [৬] রূপ-লাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেম-তরু রোপলি
শ্যাম জলদ-রস আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সিঞ্চহ [৭]
কহতহি গোবিন্দদাসে ॥

পাঠান্তর ঃ ১। 'সুহই' ২। নিবারলোঁ ৩। কহলমো, কহলুম 'কহল মো' ৪। 'বাঢ়ায়লি' ৫। 'খোয়বি' 'খোয়ায়বি' ৬। 'হেন' ৭। 'নীর ঘন সিঞ্চহ', 'নীর দেহ সিঞ্চহ', 'নীরে ঘন সিঞ্চহ'।

শব্দ-টীকা ঃ শুনইতে ... তোর—সখী রাধাকে বলছেন কানে (রাধার) হাত চাপা দিয়েছিলাম, পাছে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর ধ্বনি শুনে তুই উন্মত্ত না হয়ে যাস'। 'হেরইতে ... ভোর—সখীর বক্তব্য' : আমি তখনই বলেছি, ভুল করে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কৃষ্ণের রূপ দেখে আপন-হারা হয়ে একটা যদি কাণ্ডই করে ফেলিস, তখন তুই (রাধা) কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে আমার উপর রাগ করলি।' 'সুন্দরি ... রোয়'—হে সুন্দরি তখনই তোকে বললাম, যে ভুল করে (ভামহি) তার সঙ্গো প্রেমে অগ্রসর হলে সারা জীবন কেঁদে কাটাতে (গোঙায়বি) হবে। বিনু গুণ পরখি—গুণাগুণ পরীক্ষা না করে। বিনু...কাহে সোঁপলি নিজ দেহা—(শ্যামের) গুণের পরীক্ষা না করে, পরপুরুষের রূপে মুগ্ধ হয়ে কেন নিজের দেহ সমর্পণ করলি। দিনে...সন্দেহা—সখী বলছেন : (রাধা) তুই রূপ-লাবণ্য প্রতিদিন খোয়াচ্ছিস। এখন তুই বেঁচে থাকবি কি না সেটাই সন্দেহের ব্যাপার। যো... গোবিন্দদাসে—পদকর্তা গোবিন্দদাস বলছেন—তুমি (রাধা) শ্যামরূপ জলধরের জল পাবে আশা করে, হৃদয়ে প্রেমতরু রোপণ করেছিলে। এখন চোখের জলে তা সিঞ্চন কর। হয়তো তাতে আবার প্রেমতরু হবে সঞ্জীবিত।

২.৭.১ আলোচনা

এই পদটি কলহান্তরিতা পর্যায়ের। সখী রাধাকে বলছেন : রাধা তোর কানে হাত চাপা দিয়েছিলাম পাছে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শ্রবণে তুই পাগল হয়ে যাস। রাধার নয়নদুটি সখী হাত দিয়ে ঢেকেছিলেন যদি শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দেখে আপনহারা রাধা কোনো এক কাণ্ড বাধাতেও পারেন। সখীর কথা : 'আমি তখনই বলেছিলুম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাঁর সঙ্গো যদি রাধা প্রেম করিস তো সারাজীবন কান্নায় ভাসতে হবে। গুণাগুণ পরীক্ষা না করে পরপুরুষের রূপলালসায় মত্ত হয়ে কেন রাধা নিজের দেহকেও সমর্পণ করলেন। দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে (খোয়সি) রাধার রূপলাবণ্য।'

পদকর্তা গোবিন্দদাস সখীভাবে বলেছেন প্রবল বাতাস যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মানিনী রাধা মানের প্রবল বাতাসে শ্যাপরূপী জলধরকে দূরে সরিয়ে দিলেন। এখন রাধার প্রেমতরুতে কে জল ছিটিয়ে দেবে ? এখন দিবারাত্র 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলে রাধা অশ্রুবর্ষণ করে নয়নজলে অভিসিঞ্চিত করুন তাঁর বড়ো সাধের প্রেমতরুটিকে। এইভাবেই রাধার বড়ো সাধের প্রেমতরুটি আবার হবে সঞ্জীবিত।

পদের শেষাংশ পদকর্তার বক্তব্য—কুলবতী রমণী যেন পরপুরুষের দিকে না চায়। আর যদি বা সেই প্রেমবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পানে চায় তো ভুলেও যেন তাঁর সঙ্গো প্রেম করতে না এগোয়। আর যদিই বা প্রেম করে তবে সে প্রেমে যেন মনের স্পর্শ না লাগে।

২.৮ শ্রীরাগ

মনের [১] মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলের বালা।
কৈবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
কিবা সে মোহন [২] রূপ মন মোর বাঁধে।
মুখেতে না সরে [৩] বাণী দুটি আঁখি কান্তে [৪]॥
জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব [৫]॥

পাঠান্তর ঃ ১। মনের শব্দটি কোনো পদেই নেই ২। 'কিবা সে মোহন রূপ' স্থলে 'কিবা রূপে কিবা গুণে' ; ৩। 'মুখেতে না সরে' স্থানে 'মুখে না নিঃসরে' ৪। অতিরিক্ত দুটি পঙ্ক্তির পাঠ পাওয়া যায়—'ঘরে হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।/দেখিবারে করি সাধ নহি সতন্তর'॥ ৫। সমগ্র পঙ্ক্তিটির স্থলে 'কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব'।

শব্দ-টীকা ঃ মনের মরম কথা—মনের গভীর স্তরের কথা (অনুভূতি)। মনের ... সজনি—রাধা তাঁর সখীর কাছে ব্যক্ত করেছেন মনের গভীরতম অনুভবের কথা। শ্যাম...রজনী—দিন রাত্রি তাঁর শ্যাম-বন্ধুর কথা মনে পড়ে। চিতের...নিবারিব—মনের আগুন আর কত রাধা নিজের মনে নিবরাণ করতে পারবেন। না যায়... বলিব—রাধা কাকে কী বলবেন এতেও তাঁর কঠিন প্রাণ বেরোয় না। কোন ... বালা কোন্ বিধাতা তাঁকে যে কুলবতী করে সৃষ্টি করেছেন, রাধা তা জানেন না। কেবা ...জ্বালা—প্রেম কেই-বা না করে। কিন্তু রাধার মতো কার এত জ্বালা ! কিবা...বাঁধে—কৃষ্ণের মোহন রূপের কি অপরূপ সৌন্দর্য। সেই রূপই রাধার মনকে বেঁধে রাখে। মুখেতে...কান্দে—তিনি মুখে কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু তাঁর দুটি চোখ কান্নায় ভেসে যায়। জ্ঞানদাস ...পশিব—ভণিতায় জ্ঞানদাস যেন রাধার হয়েই সখীকে বলছেন, শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের প্রেমের জন্য রাধা যমুনায় প্রবেশ করবেন।

২.৮.১ আলোচনা

পদটি আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের। এখানে বিধাতা ও কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারিত। রাধা শোনাচ্ছেন সখীকে তাঁর গভীরতম অনুযোগের কথা। দিনরাত্রি রাধার শ্যামবন্ধুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু মনের আগুন মনের মধ্যেই চেপে রাখতে হয়। তাঁর কঠিন প্রাণ এতেও বেরোয় না। কোন বিধাতা কেন যে রাধাকে কুলবতী করে সৃষ্টি করলেন তা কে জানে ? সেই বিধাতার বিরুদ্ধেই রাধার সোচ্চার আক্ষেপ। কে না প্রেম করে ? কিন্তু রাধার মতো কার এত জ্বালা। কৃষ্ণের মোহনরূপে বাঁধা পড়েছে রাধার হৃদয়। কিন্তু রাধার মতো এত দহনজ্বালা কার ? রাধার মুখে কথা নেই। কিন্তু তাঁর চোখ দুটি জলে ভরপুর। ভণিতায় পদকর্তা জ্ঞানদাস বলছেন সখীকে—শেষপর্যন্ত কানুপ্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে রাধা ডুব দেবেন অগাধ যমুনায়।

পদটিতে বিধাতার ও কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ উচ্চারিত হলেও এখানে ফুটেছে রাধার কৃষ্ণকে না পাওয়ার অন্তর্দাহ। রাধা দগ্ধ হন গোপন প্রেমের যন্ত্রণায়। এই সুগুপ্ত প্রেমকে অস্বীকার করতে পারেন না রাধা। কৃষ্ণের

মোহন রূপে রাধার অন্তর মোহাবিষ্ট। এই রূপের তৃষ্ণা জ্ঞানদাসের রাধারই বৈশিষ্ট্য। অনুরাগ পর্যায়েও জ্ঞানদাসের রাধা 'রূপসাগরে ডুব' দেন। কখনও কৃষ্ণরূপের মায়ায় রাধার চোখে জল ঝরে। এখানেও কৃষ্ণসান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল রাধা। জ্ঞানদাসের বেদনাবিদ্ধ রাধা যেন চণ্ডীদাসের বিরহিণী রাধার প্রতিরূপ। জ্ঞানদাসের পদে রাধার 'পিরীতি' সর্বনাশা। চণ্ডীদাসের মতোই জ্ঞানদাসের পদের ভাবকল্পনা। সখি সম্বোধনের এই পদটিতে রাধার মর্মবেদনার দাহ রসিক শ্রোতা উপলব্ধি করে।

২.৯ বড়াই হেরি দেখ

বড়াই হেরি দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে॥
ঐ কি ঘাটের নেয়ে।
রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণী জাল।
চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি-বাঁধা কেরোয়াল॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব-মঞ্জুরী কানে।
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গজেছে
শোভে নানা আবরণে॥
হাসিয়া হাসিয়া গীত আলাপিয়া
ঘুরাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি॥
আমরা কহিও কংসের যোগানি
বুকে না হেলিও কেহ।
জ্ঞানদাস কয় শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু॥

পাঠান্তর ঃ পদটি কেবলমাত্র 'পদামৃত মাধুরী'র ৩য় খণ্ডে পাওয়া যায় (পদসংখ্যা ৩৮১)। তাই পাঠান্তর দেওয়া গেল না।

শব্দ-টীকা ঃ বড়াই ... নেয়ে—বিস্মিতা রাধা বড়াইকে সম্বোধন করে বলেছেন—কোথা থেকে এক বিনোদবরণ নেয়ে এসে দেখা দিল—'দেখ দেখ তার রূপ চেয়ে দেখ।' ঐ কি ... নেয়ে—(শ্রীকৃষ্ণের) রূপ দেখে রাধার মনেই হচ্ছে না যে ঐ রূপবানই নেয়ে। রজত ... কিঙ্কিণীজাল—সোনা-রুপো দিয়ে তার নৌকো সাজানো। তাতে কিঙ্কিণী বাজছে। কেরোয়াল—দাঁড়। চাপিয়াছে ... কেরোয়াল-নৌকাতে বসে থাকা নাবিক, কৃষ্ণের রাঙা হাতে মণিখচিত কেরোয়াল শোভা পাচ্ছে। রজতের ... আভরণে—মাথায় তার শোভা পাচ্ছে রুপোর টুকরো কাপড়। কানে কৃষ্ণের কদমফুলের মঞ্জরী। সে কোমরের কাপড়ে (জঠর পাটেতে) নিজের বাঁশিটি গুঁজেছে। তার গায়ে শোভা পাচ্ছে নানা রকমের অলংকার। হাসিয়া ... দেখি—সে হেসে হেন গানের আলাপ করছে আর রক্তিম আঁখি ঘোরাচ্ছে চারদিকে।

নৌকায় (রাধাকে) চাপিয়ে সে যে কি চায় তা জানা যাচ্ছে না। তাকে দেখছেন রাধা যেন চঞ্চল পুরুষ। আমরা কহিও ....বুকে না হেলিও কেহ—(রাধা সখীদের সাবধান করে বলছেন, নাবিক (কৃষ্ণ) জিজ্ঞাসা করলে সখীরা যেন বলে) তারা কংসের যোগানদার। কেউ যেন ভয় (হেলিও) না পায়। জ্ঞানদাস ... রাহু—জ্ঞানদাস বলছেন রাহু কি কখনও ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদ পেয়ে ছেড়ে দেয় ?

২.৯.১ আলোচনা

পদটি নৌকাবিলাস পর্যায়ের। বড়াইয়ের সঙ্গো নদী পেরোবার জন্য কূলে এসে দাঁড়িয়েছেন রাধা। সে ঘাটে উপস্থিত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রূপ দেখে বিস্মিতা রাধা বড়াইকে বলছেন, বিনোদবরণ ওই রূপবান নেয়েকে (নাবিককে) 'নেয়ে' (মাঝি) বলে মনেই হচ্ছে না। সোনা রুপো দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৌকা সুসজ্জিত। তাতে বাজছে কিঙ্কিণী। নৌকায় বসে আছেন নাবিক কৃষ্ণ। তাঁর রাঙা হাতে আছে মণিখচিত কেরোয়াল (দাঁড়)। তার মাথায় আছে নানাধরনের অলংকারের ছটা। হেসে গান করছেন নবীন 'নেয়ে' কৃষ্ণ আর রাঙা আঁখি চঞ্চল হয়ে ঘুরে মরছে কার দিকে। নৌকায় চাপিয়ে কৃষ্ণ যে কি চান তা রাধা ও অন্য সবার অজানা। তিনি চঞ্চল। রাধা সখীদের সাবধান করে বলছেন তাঁরা যেন ওই নবীন 'নেয়েকে' বলে, যে তারা কংসের পসারিণী। কোনো সখী যেন পরপুরুষ কৃষ্ণকে দেখে ভয় না পায়। জ্ঞানদাস কৃষ্ণের পক্ষে তাই কৌতুক করে বলছেন, রাহু কি কখনও ষোলোকলায় পূর্ণ চাঁদকে পেলে ছেড়ে দেয় ? চাঁদরূপী রাধাকে রাহুরূপী কৃষ্ণ গ্রাস করবেন।

নৌকাবিলাসের এই পদটি জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল উদাহরণ। তরুণ সুন্দর নাবিক কৃষ্ণকে দেখে রাধার রোমান্টিক বিস্ময়, পদটির বিশেষ ঐশ্বর্য। কৃষ্ণরূপমুগ্ধা রাধা অবশ্য পদের শেষাংশে আত্মস্থ হয়ে সাবধান করেন সখীদের। রাধার সাবধানবাণী বুঝিয়ে দেয় যে তিনি মনে মনে কৃষ্ণের সঙ্গ পাবার আশায় অধীর। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর নৌকাখণ্ডের স্থূলতা এ পদে নেই। লোকায়ত জীবনসন্নদ্ধ জ্ঞানদাসের এই পদটি অভিনব।

২.১০ নটবর নব কিশোর রায়

নটবর নব কিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গো ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গো
হৈ হৈ হৈ [১] ঘন যে বোলত [১] মধুর মুরলী বায় গো॥
নীলকমল বদন চান্দ, ভাঙর ভঙ্গিম মদন ফান্দ
কুটিল অলকা তিলক ভাল কলিত ললিত তায় গো।
চুড়ে বহিয়া গোকুল চন্দ[২] কিবা পবন বয় [২] মন্দ মন্দ
মধুকর-মন হয়ে বিভোর নিরখি নিরখি ধায় গো॥
নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি পালটি পালটি
গোরী গোরী থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো।
বলরামদাস [৩] করতহি [৩] আশ রাখাল সঙ্গো [৪]সদাহ [৪]বাস।
বেত্র মুরলী, লইয়ে খুরলি, সঙ্গো সঙ্গো যায় গো॥

পাঠান্তর ঃ ১। বোলত ঘন ২। পবন বহয়ে ৩। করত ৪। সতত

শব্দ-টীকা ঃ নটবর—'সাধনদীপিকা' গ্রন্থে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—খণ্ডিত, বিখণ্ডিত, শ্বেত, নীল, বসন্ত, ও অরুণ বর্ণ বস্ত্রাদি যথাযথ ভাবে পরিধান করে উজ্জ্বল ও প্রচুর রসভঙ্গি করে শৃঙ্গার যিনি করেন তিনি নটবর অথবা তাঁর 'নটবর বেশ'। নটবর ... যায় গো—নটবর বেশধারী নব কিশোররাজ শ্রীকৃষ্ণ মন্থর গতিতে চলেছেন। ঠমকি ... অঙ্গো—'ঠমক' শব্দের অর্থ মন্দ মন্দ পদক্ষেপ বা ধীর পদক্ষেপের গমন। ধূলিধূসর শ্যাম ধীর পায়ে

চলেছেন মজা করতে করতে। হৈ হৈ হে ... বায় গো—ঘন ঘন রব উঠছে হৈ হে শব্দে। শ্যামরায় বাজাচ্ছেন তাঁর মধুর মুরলী। নীলকমল বদন চান্দ—শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রখানি নীলকমলের মতোই সুন্দর। ভাঙর > ভাঙ (সিদ্ধি এক ধরনের মাদক দ্রব্য)। ভাঙর ... ফান্দ—শ্রীকৃষ্ণ যেন চলেছেন মাদকসেবীর মতো উন্মত্ত ভঙ্গিতে। কিন্তু তাঁর এই ভঙ্গিমা যেন মদনদেবের ফাঁস। অলকা-তিলকা—অলক শব্দের অর্থ ভঙ্গিযুক্ত কুটিল কেশ। 'তিলক'—মৃদমদ ও চন্দনে রচিত ফোঁটা। কুটিল ... তায় গো—এই শ্যামরায়ের ভালে কুটিল ভঙ্গিতে ভরা সজ্জিত কেশগুচ্ছ। কপালে কৃষ্ণর আরও রয়েছে মৃগমদ ও চন্দনের তিলক বা ফোঁটা। চুড়ে ... চন্দ—গোকুল চন্দ্র পরিধান করেছেন মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। কিবা ... মন্দ—আরামদায়ক শীতল বায়ু বইছে। অনিন্দ্য মূর্তি। বলরাম দাস (পদকর্তা) এই রাখালের (কৃষ্ণ) সঙ্গো থাকতে চান তাই লাঠি, বাঁশি নিয়ে সঙ্গো যান তিনি। আর গোষ্ঠযাত্রায় এই মধুর রসের মিশেল শ্রীরূপ গোস্বামীর সৃষ্টি।

২.১১ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় : আক্ষেপানুরাগ : সংজ্ঞা :

রামগোপাল দাস তাঁর 'রসকল্পবল্লী'তে পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুসাগের কথা লিখেছেন এইভাবে ঃ

কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ করে আর যে সখীকে॥
গুরুজনে আক্ষেপ আর কুলশীলজাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্যভাবগতি॥
কন্দর্পেকে মন্দ বলে করিয়া ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদির ব্যঞ্জিয়া কভু করয়ে বঞ্চনা।
বিধাতাকে মন্দ বলে কভু দৈব রোষে।

প্রেমবৈচিত্ত্যের অংশ আক্ষেপানুরাগ। আক্ষেপানুরাগে রাধার স্থায়ী দুঃখকাতরতা অনুভব করা যায়। আক্ষেপানুরাগের মধ্যেই মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সমাজ সংস্কার, নিজের অদৃষ্ট, কৃষ্ণের দেওয়া দুঃখ, এমনকী নিজের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখেরই পূর্ণ পরিচয় আছে।

আক্ষেপানুরাগের শ্রেণিবিভাগ : প্রিয়-সম্বোধনের আক্ষেপ : এর মধ্যে আছে অনুনয় ও অভিযোগ। নায়কের নির্বিকার ঔদাসীন্য ও রাধার কাছে প্রেমের প্রলোভনও অমোঘ। তাই আত্মসমালোচনায় অন্তর্জ্বালা কমে নায়িকার :

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ॥

রাধার কণ্ঠে প্রেমের চিরন্তন বেদনার বাণী ব্যক্ত ঃ 'এমন ব্যথিত নাই যাকে বন্ধু বলি।' রাধার কঠিন অভিমান 'আমার যেমনতি হয়, তেমতি হউক সে। রাধা যে জ্বালায় জ্বলছেন কৃষ্ণও ভোগ করুন সেই দাহ।

বংশীনিন্দনের আক্ষেপ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের দর্পিতা চন্দ্রাবলী-রাহী 'গমার রাখোয়াল'—কৃষ্ণের বাঁশি শুনেই মোহিত ও মুগ্ধ। বিশুদ্ধ বাঁশের বাঁশি প্রাণের শেকড় ছিঁড়ে দেয়—চণ্ডীদাস বলেন ঃ 'কেশে ধরি লইয়া যায় শ্যামের নিকটে। /পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে।।" তরল বাঁশির সুর যেন ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয় রাধার মন : 'ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়।' বংশীনিন্দনের শ্রেষ্ঠ পদটিতে সমাজের সঙ্গো আপস করার শেষ প্রয়াস আছে :

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

কামোন্মাদ কালিদাসের নায়ক যক্ষ যেমন অচেতন মেঘকেই দূত করে পাঠিয়েছিল অলকায় তার প্রিয়তমার কাছে রাধাও সেরকম জড় বাঁশির ওপর আক্রমণাত্মক ভাব নিয়েছেন। আসরে রাধা প্রেমে আত্মবিস্মৃত তাই চেতন-অচেতনের পার্থক্য গেছে ঘুচে।

স্বগত-কথনের আক্ষেপ : অন্যের সামনে করা হলেও আক্ষেপ ব্যক্তিগত। আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের মধ্যে 'স্বগত কথন'-এ দুটি আক্ষেপের প্রাধান্য—১) দেশে অনেক কীর্তিময়ী যুবতীরা আছেন তাঁদের বাদ দিয়ে রাধার ওপর এত কেন দোষারোপ ? ২) সমাজ প্রেমের ওপর হস্তক্ষেপ করে কেন ? প্রথম আক্ষেপটি স্পষ্ট, দ্বিতীয়টি রাধা সংকেতে বুঝিয়েছেন।

গোকুল নাগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥
অথবা
এ পাপ পড়শী ডাকিনী সদৃশী
সকল দোষয়ে মোরে॥

সখী সম্বোধনের আক্ষেপ : সখী সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাবনা এরকম ঃ

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজের সখীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের সখীর পার্থক্য আছে। চণ্ডীদাসের সখীরা রাধার অধ্যাত্মসাধনার শরিক নন ; জ্ঞানদাসের সখীরা রাধাকে উপদেশ দেন আবার সহায়তাও করেন। তাই আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের রাধার সখীদের কটাক্ষ করে বলেন ঃ

তোরা কুলবতী দেখিলুঁ যুকতি
কুল লইয়া থাক ঘরে॥

পিরিতি গঞ্জনের আক্ষেপ : পিরিতি অর্থাৎ প্রেম হল সর্বনাশা। পরকীয়া প্রেমে অনেক বাধা। তাই মাঝে মাঝে রাধার মনে হয় কেন তিনি প্রেমে পড়লেন কারণ আধুনিক কবির গানেও আছে ভালোবাসার যন্ত্রণার কথা : 'ভালবাসা কারে কয় ? / সে কি কেবলি যাতনাময়।' বেদনার অলংকৃত আক্ষেপ আছে এই শ্রেণির পদে :

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

আক্ষেপানুরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের পাঠ্য পদের আলোচনা ঃ 'চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস'। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা পদাবলীর চণ্ডীদাস লোকগঞ্জনা ও সামাজিক সংস্কারকে প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। সমাজ যে প্রেমকে স্বীকৃতি দেয় না, গুরুজনরা নিন্দা করে, ভুবনে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, তবু প্রেম অক্ষয় আনন্দের উৎস। চৈতন্যোত্তর কবি জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে। তবে জ্ঞানদাসের এই শ্রেণির পদে সখীরাই মুখ্য। সেখানে চণ্ডীদাসের মতো সমাজের রক্ত চক্ষুর নিষেধ নেই। সর্বজয়ী প্রেমই রাধার একমাত্র আরাধ্য বস্তু। সমাজরূপী সিংহের বিরুদ্ধে ভীরু হরিণী রাধার দুঃসাহসী যুদ্ধঘোষণাই চণ্ডীদাসের আক্ষেপে মূর্ত।

জ্ঞানদাসের পদের আত্মলীন সুর গভীর। কিন্তু চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিল আছে। ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু / অনলে পুড়িয়া গেল’—এই বিখ্যাত পদটি আক্ষেপানুরাগের এবং চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত ‘পদকল্পতরুতে’ ড. বিমানবিহারী মজুমদার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষ্ণব পদাবলীর সংস্করণের সম্পাদকমণ্ডলী পদটিকে জ্ঞানদাসের ভণিতায় রেখেছেন। চণ্ডীদাসের রাধা আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদে নিজের ইন্দ্রিয়কেও বসে রাখতে অক্ষম ঃ ‘যত নিবারিয়ে চাই নিবার ন যায় রে’ ধরনের ভাবনাও আছে, আবার কৃষ্ণকে গঞ্জনার একটি শ্রেষ্ঠ পদ ‘ধরম করম গেল’ও আছে।

চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপে তাঁর নারীধর্ম, কুলধর্ম, গুরুজনের ভালোবাসা এ সবই অন্তর্হিত কারণ তিনি পরপুরুষ কানুর প্রেমে আত্মহারা। কিন্তু স্বগত-কথনের দুঃখে রাধার অভিযোগ : কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী। / লোকনিন্দায় রাধা ঘরের বাইরে যেতে পারেন না। বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করতে চান। সে যুগের সমাজে তিনি নারী অর্থাৎ কথা বলার স্বাধীনতা তো নেই-ই উপরন্তু তিনি ঘরের বউ। কানুর প্রেমের জ্বালায় রাধা পুড়ে মরতে চান। নিন্দিত কলঙ্কিনী জীবনে রাধা বিতৃষ্ণ। ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেছে কানু প্রেমের জ্বালায়। পরপুরুষ কৃষ্ণ রাধার প্রেমিক, তাই ঘরে ও অন্য জায়গাতেও রাধার এই অবৈধ প্রেমের আলোচনা চলে। চিন্তাজ্বরে জর্জরিত রাধার হৃদয়ে সুখ নেই। রাধা দুশ্চিন্তায় ব্যধিগ্রস্ত। সমস্ত শরীরে অস্থিরতাজনিত অসুস্থতায় রাধা শ্রান্ত। চণ্ডীদাসের ভণিতা সুন্দর। পদকর্তা চণ্ডীদাসের কথা হল এই যে স্থিরভাবে যদি প্রেমের অপবাদ রাধা সহ্য করতে পারেন তো ঘুচে যাবে সব অসুস্থতা। কানুর প্রেমে রাধা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিশ্চয়ই হবেন বিজয়ী। রাধার মনের ভাবনা রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকাশিত :

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি ॥
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার—তোমার রাগে অনুরাগী ॥

চণ্ডীদাসেরই আর একটি পদও আক্ষেপানুরাগের স্বগতকথনের পদ। এ পদটি হল ‘ধীক রহু জীবনে’। ‘বন্ধু’ সকলি আমার দোষ’ শীর্ষক পদের ভাষাতেও রাধা নিজের প্রতি প্রেমের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন না জেনে তিনি প্রেম করেছেন তাই কাকেই বা দোষ দেওয়া যায় ? কৃষ্ণরূপ প্রেমসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে রাধা পেলেন গরল। ‘ধীক রহু জীবনে’ পদটির মূল কথা প্রেমামৃত সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে অমৃত রাধার কাছে বিষ রূপে প্রতিভাত। শীতল ভেবে রাধা পাষাণ কোলে নিলেন। কিন্তু রাধার অন্তরের প্রেমের তীব্র দহনে সেই পাষাণও গলে গেল। ছায়াময় তরুর তলায় বনে গিয়ে বসেন রাধা দুদণ্ড জুড়োবার জন্য কিন্তু রাধাপ্রেমের উত্তাপে বনে জ্বলে ওঠে দাবানল। শীতল যমুনার জল তাঁর দেহের তাপে উত্তপ্ত হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত রাধা বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ :

পরের মুখের হাসির লাগিয়া　　অশ্রুসাগরে ভাসা।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া　　জীবনের সুখ নাশা ॥

(‘ওলো রেখে দে সখী রেখে দে’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম পর্যায়ের গানের অংশবিশেষ)

বিধাতা ও সখী-সম্বোধনের আক্ষেপ : সখীকে সম্ভাষণ করে জ্ঞানদাসের রাধা তাঁর প্রেমের নিদারুণ ব্যথার কথা ব্যক্ত করছেন। মনের আগুন মনেই চেপে রাখতে হয়। এতেও কঠিন প্রাণ যে বেরোয় না। যে বিধাতা রাধাকে কুলকামিনী করে গড়ে তুলেছেন তাঁর প্রতিও রাধার আক্ষেপ কম নয়। জগতের সব নারীই প্রেমবাসনায় অধীর। রাধার মতো দাহ আর কার

‘কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা’ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মনোলোভা রূপে রাধার মন বাঁধা পড়ে গেছে। রাধা নির্বাক। তাঁর দুটি নয়নে জল ঝরে। শেষ পর্যন্ত রাধার আক্ষেপ কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা ভুলতে রাধা যমুনায় প্রবেশ করবেন :

'কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব'॥

জ্ঞানদাসের আরও একটি আক্ষেপানুরাগের পদেও পিরীতি গঞ্জনের দুঃখ বর্ণিত :

সবাই বোলয়ে পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিবে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল॥

কৃষ্ণের সর্বগ্রাসী প্রেম রাধার পক্ষে দেহক্ষয়ের কারণ। তাই 'পিরীতি'র ভাবনাও দেহমন জুড়ে আনে গভীর ভাঙন।

২.১২ বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায় অভিসার : সংজ্ঞা

অভিসার শব্দের অর্থ হল যাত্রা। সংকেত স্থানে গমনই যাত্রা নামে অভিহিত। ক্রমশ প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রাই অভিসার রূপে চিহ্নিত। 'রসকল্পবল্লী'তে অভিসারিকার সংজ্ঞা হল :

'কান্তার্থিনী তু যা যাতি সংকেতং অভিসারিকা।' কান্তর উদ্দেশ্যে যে নারী সংকেত স্থানে গমন করেন তিনিই অভিসারিকা। 'গীতগোবিন্দ'-এর টীকায় অভিসারিকার সংজ্ঞা হল—

দুর্বার দারুণ মনোভাববহ্নিতপ্তা
পর্য্যাকুলাকুলিত মানসমাবহন্তি।
নিঃশঙ্কিনী ব্রজতি যা প্রিয়সঙ্গামার্থং
সা নায়িকা খলু ভবেদভিসারিকেতি॥

দুর্বার ও দারুণ মদনদহনে উত্তপ্তা ব্যাকুলা নিঃশঙ্ক যে নায়িকা প্রিয়ের সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন তিনিই অভিসারিকা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে অভিসারিকার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে অভিসারিকার চিত্রটি এরকম :

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যান যোগ্যবেশাভিসারিকা॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গালীনেব নিঃশব্দখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখিযুক্ত প্রিয়ং ব্রজেৎ॥

'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'য় এর অনুবাদ :

অভিসার করায় কান্তে, নিজে অভিসরে।
জ্যোৎস্না তমোযোগ্য বেশ অভিসারে ধরে॥
লজ্জাতে সম্বরি অঙ্গা নিঃশব্দ ভূষণ।
অঙ্গা ঝাঁপি চলে সঙ্গো সখী একজন॥

অভিসারের আটপ্রকার সংকেতস্থান : 'রসকল্পবল্লী'তে অভিসারিকার সংকেতস্থান হিসেবে, নিকুঞ্জকানন, উদ্যান, জলশূন্য পরিখা, বাড়ির জানলা, নদীতীরের কন্টকপূর্ণ বাঁধ, গৃহের পেছনের অংশ, ভাঙা মঠ-মন্দিরকে অভিসারের সংকেতস্থান হিসেবে গণ্য করা যায়। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'তে আট ধরনের অভিসারের কথা বলা হয়েছে—

'সেই অভিসার হয় পুন আট প্রকার। / জ্যোৎস্নী তামসী বর্ষা দিবা-অভিসার। / কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা। / গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা।।' বৈষ্ণবপদাবলীতে তিমিরাভিসারের বর্ণনাই বেশি। তবে গোবিন্দদাস শুক্লাভিসার, বর্ষাভিসারের বর্ণনা দিয়েছেন কাব্যময় ভাষায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের অভিসার পর্যায় :

কালিদাসের অভিসারের ছবি :

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিত মুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ।

জয়দেবের অভিসারও ধীর ললিত ছন্দে রচিত :

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।....
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।।
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযাত্রম্
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরম্ রিপুমিব কেলিষু লোলম।
চল সখি কুঞ্জং সতিমরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম।।

কালিদাস লিখেছেন : 'অভিসারিকারা নীলাম্বরে দেহ ঢেকে সংকেত-স্থানে নিঃশব্দ চরণ-সঞ্চারে প্রিয়তমের কাছে যায়। প্রিয়তমের দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রাণের টানে তাদের যাত্রা। সেই সময় মেঘ যেন বিদ্যুতের রেখা দেখায়। বিজুরী যেন কিছুক্ষণ জলধরের গাঢ় কৃষ্ণ কলেবরে, (কষ্টিপাথরে) সোনার রেখার ন্যায় ঝিকমিক করে তা হলে সেই স্বল্পালোকেই রমণীরা তাদের পথ দেখতে পাবে। অন্ধকারে অপথে তারা যাবে না। সে সময়ে আবার যেন বৃষ্টি না আসে। মেঘ যেন তর্জন গর্জন না করে। অভিসারিণীদের প্রাণ শঙ্কাতুর তাতে আবার মেঘ যদি প্রতিবন্ধক হয় তো রমণীদের যাত্রার বিঘ্ন বাড়বে।" (মেঘদূত—কালিদাস)

জয়দেবের ভাষা-অনুবাদ এরকম : ধীরসমীরে অর্থাৎ মন্দ মলয় পবনে যমুনাতীরের বনে প্রতীক্ষারত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয়তমা রাধার জন্য। তিনি রাধার নাম নিয়ে সংকেত দিয়ে মৃদু বাঁশি বাজাচ্ছেন পাখি উড়ে বসছে গাছের পাতা নড়ছে, সখি বলছেন '(শ্রীমতী) তুমি আসবে বলে তিনি শয্যা রচনা করেছেন এবং সচকিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তোমার পথপানে।' ওই তোমার চঞ্চল মুখর নূপুর পরিত্যাগ করো, কারণ রসকেলির সময় অযথা বেজে শত্রুতা করে। অমা নিশার উপযুক্ত নীলাম্বরী পরে তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন করো।।' কালিদাস জনপদবধূদের অভিসারের কথা লিখেছেন 'মেঘদূত'-এ। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের কেলিরসের জন্যই, অভিসারের পরিকল্পনা করেছেন, এই ধারা অনুসরণ করেও বৈষ্ণব পদাবলীর পদকর্তা অভিসারিণী রাধিকার অভিসারকে চিরকালীন মানবজীবনের চিরন্তন যাত্রার সঙ্গে নিয়েছেন মিলিয়ে, আধ্যাত্মিকতায়।

অভিসার পর্যায়ের তত্ত্বগত তাৎপর্য : বৈষ্ণবপদাবলী বিরহ-মিলনের কবিতা। এর রসপর্যায়ে আধ্যাত্মিক কৃচ্ছসাধনের কথা আছে একমাত্র অভিসারের পদে। পথের কাঁটা মাড়িয়ে ঘোর অন্ধকারে অভিসারিকা চলেছেন, দুর্গম পথে এ যেন :

ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দূরতয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।

ঘোর নিশীথে হৃদয়প্রদীপটি জ্বালিয়ে ক্ষুরধার দুর্গম পথে সেই পরমপুরুষের দিকে সকলেরই অনন্ত অভিসারের পথে চলা। কৃষ্ণ হলেন eternal fluteplayer—অনন্তের বংশীবাদক অন্তত বৈষ্ণবদের কাছে।

বৈষ্ণব লীলাবাদী—তার 'পথ চলাতেই আনন্দ'। 'পথও তাহার পরমও তাহার'। ভক্ত চলেছেন সেই কৃষ্ণের বাঁশির রবে আপনহারা হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন :

'যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
ভুল বলা হোল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।'

ভক্ত শ্রীরাধা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এধরনের মিলনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য হল, প্রাকৃত লোকদৃষ্টির আড়ালে অলৌকিক ভাবমিলন—কুঞ্জে পরস্পরের মানসবিহার। এই অভিসারে ভগবান ও ভক্ত উভয়েরই পরম আগ্রহ। ভক্তকে ভগবানই বার করেন পথে। যদি প্রাকৃত জীবনে সংস্কারের মোহ কাটিয়ে ভক্ত সময় মতো পথে বেরোতে পারে না ; ভগবান সংকেত পাঠান। অনিত্যের বন্ধনমুক্ত হয়ে শ্রীরাধার মতোই ভক্তকে আপন প্রেমের ক্ষেত্রে টেনে আনাই অভিসারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

বিদ্যাপতির অভিসারের পদ : বিদ্যাপতি অভিসারিকা রাধাকে মেঘরুচি বসন পরিয়ে, হাতে লীলাকমল ও তাম্বুল দিয়ে অভিসারে পাঠিয়েছেন। 'কুঙ্কুম পঙ্ক পসাহহ দেহ। /নয়ন যুগল তুঅ কাজের রেহ।।'—কুঙ্কুমচন্দনে দেহপ্রসাধন সেরে, নয়নে অঞ্জন এঁকে রাধা অভিসারিকা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভিসারে শুভ্রবস্ত্র পরিয়ে গজমতির হার দুলিয়ে দিয়েছেন রাধার গলায়। তাঁর অঙ্গসজ্জার সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্যে চোখ তৃপ্তি পায়। আবার বিনা সাজেই যেতে বলেছেন অভিসারিকা শ্রীরাধাকে :

'সহজ সুন্দর লোচন সীমা কাজর অঞ্জনের ন করু ভীমা'

পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন 'তোমার লোচন স্বভাবতই সুন্দর কাজল দিয়ে তাকে ভয়ংকর করো না।'

সখীর ভূমিকা : বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবি নন তবু তাঁর পদাবলীতে সখী এবং দূতীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন—

তরুণ তিমির নিসি তইঅও চললি জাসি
বড় সখি সাহস তোর

'সন্ধ্যায় কালো আকাশ বর্ষার মেঘে অন্ধকার তবুও তুই অভিসারে যাচ্ছিস সখি ! বড় সাহস তোর'।

১ম পদ : পাঠ্য অভিসার পর্যায় পদের আলোচনা ঃ বিদ্যাপতি জানতেন অভিসারের প্রাণশক্তি কোথায় ? কামনামদির প্রেমেও নায়িকা অভিসারিকা, আবার আধ্যাত্মিক শক্তিতেও তাঁর দুর্জয় তপস্যা। তাই নবানুরাগিণী রাধা কোনো বাধাকেই গ্রাহ্য করেন না। কুলবধূ রাধা একাই চললেন দুর্গম অন্ধকারময় রাত্রিতে অভিসারের পথে। 'তেজল মণিময় হার'—হারকে ভার বলে মনে হলে তাই খুলে ফেললেন হার। শরীরের উচ্চকুচযুগলও যেন বাধাস্বরূপ। পথ ফেলে দিলেন হাতের কাঁকন আর আংটি। ভূষণহীনা রাজবালা কামদেবের আলোয় আলোকিত। পথ-অপথ সব বাধা ভেঙে তাঁর চিরন্তন যাত্রা পরমপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের কাছে। ঘন অন্ধকারে আবৃত তামসী নিশি। পথে আছে বহু সংকট ও বিপদ। প্রেমের অস্ত্রে শক্তিময়ী রাধা সমস্ত বিঘ্ন কাটিয়ে প্রেমভিক্ষু আভরণহীনা রমণীর

মতো চলেছেন অভিসারের সংকেতকুঞ্জে। অঙ্গারাগ বা অলংকার এ সব রাধার কাছে তুচ্ছ, অনুরাগই রাধার কাছে সর্বপ্রধান। শ্যামের অনুরাগে ধন্যা হতে পারলে সাজগোজ আর ভূষণের প্রয়োজনই বা কি ?

২য় পদ : দ্বিতীয় পদটি বিদ্যাপতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিসারের পদ। বর্ষাভয়ংকর রাত্রির বর্ণনায় বিদ্যাপতি অনন্য। উৎকৃষ্ট বিদ্যাপতির কবিকল্পনা। তাই অন্ধকারেরও দারুণ সৌন্দর্য : একালের কবির ভাষায় বলা যায় :

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

('অন্ধকার'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'পূরবী')।

পদটি পাঠ করলে পাঠকের মনে হয় কাকে সে দেখবে অন্ধকারকে না রাধাকে ? মেঘপুঞ্জে পুঞ্জিত আকাশ, বিদ্যুতের আলোও সেই গাঢ় অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছে না। দুরন্ত সর্প আর নিশ্চল নিশাচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাধার অভিসারের পথ শঙ্কাকীর্ণ। এত ভয়ংকর পথ তবু কেন এই অভিসার ? বালিকা রাধার হৃদয়ে প্রেমের দেবাতর রোষবিহ্বল ব্যাকুলতা। তাই ওই নিশ্চল নিষেধের অন্ধকারে রাধা চলেছেন যেন দুর্জয় সাহসিকা নারী। বিদ্যাপতির মনও ভয়াতুর হয় রাধার দৃঢ়সংকল্পে—'পথের শেষ কোথায়' রাধার এই ভাবনার সঙ্গে পাঠকের মনও ত্রস্ত।

তাই রাত্রি যেন কাজল উদ্‌গিরণ করছে। এ সময়ে কেউ যেন পথে না বেরোয়। সখিকে বলেন রাধা মনে জাগছে সন্দেহ। পথে যেতে কপালে অমঙ্গল লেখা থাকলে দুঃখ কেন ? যা ঘটার তা ঘটুক। চাঁদও তো রাহুগ্রাসে পড়ে। ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে কিন্তু অন্ধকারের বন্ধু বিদ্যুতের দেখা নেই, তবু রাধা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কানুর কাছে সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করার জন্য তিনি ভীত ও লজ্জিতও হয়ে পড়ছেন ঃ

'সজনি বচন ছড়ইত মোহি লাজ'।

মেঘ ও ভয়ংকর সর্প রাধার সঙ্গী। মুখর নূপুরও শব্দ করে না। নৈঃশব্দ্যের অন্ধকার পথ শেষ হতে চায় না—বিদ্যাপতি অথবা রাধআই জিজ্ঞাসা করছেন ঃ

'সুমুখি পুছওঁ তোহি সকল কহসি মোহি
সিনেহক কত দূর ওর

বিদ্যাপতি ডাকেন তাঁর আরাধ্য হরি ও শিবকে, যেন রাধার তপস্যা সার্থক হয়। হরির প্রেম ছাড়া রাধার জীবনের কীই বা মূল্য ? সেই প্রেম লাভ না করতে পারলে এই বজ্র-সচকিত ত্রস্ত শর্বরীতে রাধার শরীর চলে যাবে অন্য লোকে।

প্রেমের সীমা সম্বন্ধে রাধার প্রশ্নের উত্তর এ পদে নেই। রাধার প্রশ্ন—কত সহ্য করবেন, কত দুঃখসাগর পেরোতে হবে—প্রেমের দাবি কতদূর ? এই মানসিক ক্লান্তি পার্থিব প্রেমের। স্বাভাবিক সংশয়ের লৌকিক জিজ্ঞাসা ফুটেছে এই পদটিতে। আধ্যাত্মিক প্রেম অনেক বেশি যন্ত্রণাবিদ্ধ। তবু বিদ্যাপতির অভিসারের পদ ব্রজবুলির সুমধুর ধ্বনিঝংকারে ও কাব্যিক পরিমণ্ডলে ঘন বর্ষার পটভূমিকায় এক অনবদ্য সৃষ্টি।

অভিসারের পদে কবি গোবিন্দদাস : অভিসার পদে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ :

কন্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করু পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥

রাধা আঙিনায় কাঁটা পুতে, পদ্মের মতো চরণদুটিকে রক্তাক্ত করেন। দুর্গম পথে যাবার জন্য উঠোনে জল ঢেলে পিছল করে আঙুল টিপে হাঁটছেন। দুস্তর সাধনা করছেন সুন্দরী মাধবকে পাবার জন্য।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'-এ এবং পরবর্তী কয়েকটি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেও এই ধরনের ভাবচিত্রময়ী সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় ঃ

মার্গে পঙ্কিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্দ সংচারকং
গন্তব্যা দয়িতস্য মেহদ্য বসতির্মুগ্ধেতি কৃত্বা মতিম্।
আজানুদ্ধৃতনূপুরা করতলেনাচ্ছাদ্য নেত্রে ভৃশং
কৃচ্ছ্রালব্ধপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্যতি॥

'পঙ্কিল পথে মেঘান্ধকারে নিঃশব্দ সঞ্চারণে আজ আমার দয়িতের বাসস্থানে যেতে হবে।—এই মনে করে এক মুগ্ধা রমণী নূপুর জানু পর্যন্ত তুলে, দুহাতে চোখ ঢেকে কষ্টে পা ফেলে নিজের ঘরে পথ চলার অভ্যাস করছে।' শাস্ত্রজ্ঞ কবি গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির যথার্থ উত্তরসূরি।

গোবিন্দদাসের পদে কাব্যময়তা বেশি। পাঠক-চেতনাকে সঞ্জীবিত করার শক্তি আছে গোবিন্দদাসের। তুলনায় বিদ্যাপতির পদের রাধার উন্মাদনা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ যে মহৎ ভাবে ভাবিত হয়ে লেখেন 'পুনশ্চ'র 'শিশুতীর্থ' কবিতা। অথবা যুগ হতে যুগান্তর পানে মানবযাত্রীর যে চিরন্তন অভিসারের কথা বলেন গোবিন্দদাসের অভিসারের পদেও সেই প্রেরণাই মুখ্য। এ যেন উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্র। 'গোবিন্দদাসের অভিসার যেন প্রতীক অভিসার'। এটি উৎকৃষ্ট ধর্মগীতি—'অভ্যাসযোগের শাস্ত্রকাব্য'। অধ্যাত্মপথে বিঘ্নলঙ্ঘনের সিদ্ধিকাব্য—বলা যেতে পারে পরমপুরুষকে পাওয়ার বা জয় করার কবিতা। গোবিন্দদাস যেন মানবাত্মার অভিসারের কবি।

গোবিন্দদাসের পাঠ্য পদের পর্যালোচনা : গোবিন্দদাসের রাধা একান্তভাবেই চৈতন্যোত্তর কালের পরকীয়া নায়িকা। রাধা তাই বলেন 'কুলব্রত (কুলধর্ম) রূপ কঠিন কবাট অর্থাৎ নিষেধের বাধা খুলতে পেরেছি, কাঠের বাধা তার তুলনায় কতটুকু। আত্মমর্যাদার সাগর পার হলাম, সে তুলনায় তটিনী আর এমনকী অগাধ।' সখী আমাকে আর পরীক্ষা করো না—'সজনি মঝু পরিখন কর দূর।'

যার ওপর কোটি কুসুমশর নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার আর বর্ষার জলধারাতে ভয় নেই। তিনি প্রেমিকা—রাধা, তাঁর হৃদয়ে জ্বলছে প্রেমের অনির্বাণ শিখা। রাধা ভাবেন সেই 'গোপীজনবল্লভ' 'প্রেমলম্পট' শ্রীকৃষেমর আগ্রাসী প্রেমের কথা। শ্রীকৃষ্ণ পথ চেয়ে বসে আছেন তাঁর জন্য, একথা ভাবলেই রাধার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁদে। রাধা সহ্য করেছেন কোটি কুসুমশরের যন্ত্রণা। কাজেই মেঘ ও বারিধারাকে তিনি ভয় করবেন কেন ? প্রেমদহনে যিনি দগ্ধ ও সর্বংসহা তিনি বজ্রাগ্নির দাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সেই পরমপুরুষের পদতলে কুল, শীল, মান সমস্ত ত্যাগ করে রাধা সমর্পণ করেছেন নিজেকে, দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে। তাঁর সে প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী। অভিসারে যেতে যেতে যদি রাধা মৃত্যুও বরণ করেন তখনও হয়তো বলবেন 'মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান'। রাধার তপস্যা শেষও হয়েছে—পেয়েছেন তিনি তাঁর কান্তকে। ভাবগৌরবে, শব্দচিত্রে, অধ্যাত্মভাবনায় গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

উপসংহার : অভিসার বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রসপর্যায়। এই প্রেমের অভিসারে কত মানুষ বাঁশি শুনে গৃহহারা ঃ

'তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে ...
তারি লাগি

রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন ...
তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহার উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে' (কবিতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেই 'লক্ষ' গানের রচয়িতা অভিসার পর্যায়ের পদকর্তারা। অভিসার বাহ্যিক নয় এ হল মানবাত্মার অনন্ত অভিসার।

২.১৩ গোবিন্দদাসের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তা গোবিন্দদাস জয়দেব ও কবি বিদ্যাপতির সার্থক উত্তরসূরি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় দর্শনে নিষিক্ত গোবিন্দদাসের ভক্তচিত্তের ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভাবিত। শ্রীচৈতন্যর বাণী ঃ 'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি, / নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী ।।' গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে এইভাবেই লক্ষ করেছেন, ভক্তিনত চিত্তে তাঁদের রূপ বর্ণনা করে কবি ধন্য। তাঁর শ্যামসুন্দরের বর্ণনা জয়দেবের 'কোমল-কান্ত-পদাবলীর' মতোই মধুর :

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিলতম্।
ব্রজবনিতাকুচ কুঙ্কুমললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধরপদকোমলম্।
কমলাকর কমলাঞ্চিতমমলম্॥

জয়দেবের সুর-ঝংকার গ্রহণ করেও গোবিন্দদাসের ভঙ্গি সম্পূর্ণ নিজস্ব।

কবি গোবিন্দদাস অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের মতো রূপবর্ণনায় সুপটু। ভালোবাসার নিয়মই এই যে প্রিয়জনকে সর্বগুণবিভূষিত ও সকল সৌন্দর্যের আধাররূপে প্রতিপন্ন করে। সেই ইষ্টদেবতার রূপ বর্ণনা করার সময় গোবিন্দদাস ধ্যানবিষ্ট, রূপতন্ময় ও সচেতন শিল্পী। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগ স্বরূপানন্দ কিন্তু গোবিন্দদাসের রূপবর্ণনায় আছে সাধকচিত্তের তন্ময় ভাব :

নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে চাতক মনোলোভা॥
পেখলুঁ সুন্দর নন্দকিশোর।
কালিন্দতীরে তীরে চলি আওত
রাধা-রতিরসে ভোর।

এই পদটির কবিত্ব স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দেহের বহিরঙ্গের বর্ণনায় শব্দচিত্রময়ী ও ভাবধর্মী। রাধার প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বিভোর তাই তার পদচারণা একটু বিহ্বল। উপমা নির্বাচনে গোবিন্দদাস অনবদ্য। বিস্ময় তাঁর গাঢ়—তাই তাঁর styleও অনন্য—যাকে বলা যায় যথার্থ শিল্পীজনোচিত। এই পর্যায়ের আরও একটি সুন্দর পদ :

অরুণিত চরণে রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।

কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল॥

এসব পদের কাব্যসৌন্দর্য বর্ণনাতীত। গোবিন্দদাস অভিসার, রসোদ্‌গারের শ্রেষ্ঠ কবি। গোবিন্দদাসের চৈতন্যবন্দনাও ভক্তের দৃষ্টিতে দেখা এক সজীব চিত্র। আবার কলহান্তরিতার পদেও কবি অনন্য।

পাঠ্যাংশের শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা বিষয়ক পদটির পর্যালোচনা : গোবিন্দদাস বলছেন নন্দরাজার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সুগন্ধ যেন চন্দনের গন্ধের মতোই পবিত্র ও সুন্দর। নবমেঘের মতো শ্যামের গায়ের রং। কিন্তু চন্দচন্দনের গন্ধকেও হার মানায় শ্রীকৃষ্ণের গায়ের সুগন্ধ। শঙ্খের মতো তাঁর গ্রীবা যার কাছে হস্তীর ভঙ্গিও তুচ্ছ। এরপরেই এসেছে বৃন্দবানের কথা ঃ

প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী কন্ত

গোকুলে কুলবধূদের তিনি প্রেমিক। পুষ্পের রঙও যেন তাঁরই হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত। নিকুঞ্জ গৃহের সুন্দর বেতসকুঞ্জ ফুলে ফুলে বর্ণময়। সেই নিকুঞ্জের গুরু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর গণ্ডদেশে দুলছে কুণ্ডল। আর মাথার চূড়ায় উড়ছে ময়ূর পাখা। শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রেও সেই একই ছবি ঃ

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডল্‌বল্‌গবে॥
বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমোনমঃ॥

নিকুঞ্জে রাধার সঙ্গে কেলিকলার তাণ্ডবে তিনি তাল দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বিদগ্ধ ব্যক্তি। সুদৃঢ় কৃষ্ণের বাহুযুগল দণ্ডকেও দণ্ডিত করে। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ পাপনাশকারী। তাঁর বাণী শ্রুতিসুখকর। তাঁর নির্মল কোমল পায়ের পাতা গোবিন্দদাসের একমাত্র আশ্রয়। এখানে ভক্তের প্রার্থনার সঙ্গে মিশেছে গোবিন্দদাসের কাব্যিকতা।

পদটির কাব্যসৌন্দর্য : ছন্দনৈপুণ্যে গোবিন্দদাস অভিনব শৈলীর অধিকারী। পজ্ঝটিকা, নরেন্দ্রবৃত্তছন্দ তাঁর পদে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। চর্চরী ছন্দের শ্রীকৃষ্ণের রূপ এই পদটিতে মূর্ত—

নন্দ : নন্দন । চন্দ : চন্দন ॥ গন্ধ : নিন্দিত। অঙ্গ।
জলদ : সুন্দর। কম্বু : কন্ধর ॥ নিন্দি : সিন্ধুর । ভঙ্গ।

অনুপ্রাসের ঐশ্বর্যে গোবিন্দদাসের পদাবলী পূর্ণ। যেমন :

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥

'ন্দ' ব্যবহৃত হয়েছে পাঁচবার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'ন্দ' দুবার অনুরণিত। এছাড়া অঙ্গ ও ভঙ্গের মিল আছে। বলা যায় অন্ত্যানুপ্রাস তো হয়েইছে। কন্ধর ও সিন্ধুর মিলে বৃত্ত্যানুপ্রাসের স্বাদও আছে। ধ্বনিঝংকৃত পদটির সৌন্দর্য অভিনব।

২.১৪ বৈষ্ণব পদাবলীর কলহান্তরিতা পর্যায়

উৎকণ্ঠিত নায়িকার বেদনার রূপকার গোবিন্দদাস। কুঞ্জে এসেছেন অভিসারিকা রাধা কিন্তু নাগর প্রেমিক শ্যামসুন্দর তখন অন্য নারীর আলিঙ্গানে বন্ধ। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার কাছে প্রভাতে রমণীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর সম্ভোগচিহ্ন বুকে নিয়ে এসেছেন। 'নখপদ হৃদয়ে তোহারি' শীর্ষক পদটিতে রাধা বলছেন কৃষ্ণের হৃদয়ে অন্য নায়িকার নখের আঘাত। পদাঘাতের চিহ্ন বুকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। রাধা সারা রাত জেগে ছিলেন

প্রিয়তমের জন্য। কৃষ্ণও রাত কাটিয়েছেন অন্য রমণীর কুঞ্জে। তাঁর নয়নদ্বয় লাল। কৃষ্ণ গদগদ গলায় রাধার স্তুতিবাদ করলেও রাধার দুর্জয় মান। কৃষ্ণ নিজের দোষ ঢাকার জন্য কৌশলী—রাধা যাকে নখচিহ্ন বলে ভুল করছেন তা আসলে কুমকুমের চিহ্ন। কাজল হল কৃষ্ণের মৃগমদ। ফাগবিন্দুই রাধার কাছে সিঁদুর বলে প্রতিভাত হচ্ছে। কৃষ্ণের এই চাটুকারিতা ও মিথ্যাভাষণ ধৃষ্ট নায়কের লক্ষণ। কবি গোবিন্দদাস শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র অনুসারী। খণ্ডিতা রাধা আর ধৃষ্ট কৃষ্ণের কথোপকথন বেশ নাটকীয়।

কলহান্তরিতা নায়িকা নীরব। রাধা প্রত্যাখ্যান করছেন কৃষ্ণবল্লভকে। 'প্রেম আগুনি' শীর্ষক পদে সখীর বক্তব্য শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জে প্রেমাগ্নিতে দগ্ধ। রাধা কেন মান করছেন ? রাধাবিরহে শ্রীকৃষ্ণ চন্দনলিপ্ত দেহে পদ্মপাতার শয্যায় শুয়েও বড়ো অস্থির। পরে মানিনী রাধা শান্ত হন। কৃষ্ণকে দূর করে কৃষ্ণসঙ্গ লাভের জন্য তিনি অধীর। 'আন্ধল প্রেম' পদটিতে রাধার দুঃখ আরও চরম। আদর পেয়ে পেয়ে রাধা ভুলে গেছেন কৃষ্ণ বহুবল্লভ। শ্রীরূপ কলহান্তরিতার পদে লিখেছেন :

প্রাণমন্তঞ্চদয়িতমনুবারম্।
হস্ত সনাতনগুণমভিযান্তম্॥
কিমবধাবয় মহমুরসি ন কান্তম।

অনুবাদ : তাঁর চিরন্তন প্রাণের দয়িত ফিরে গেলেন। তাঁর সেই গুণপূর্ণ হাতখানি কেন রাধা বক্ষে ধারণ করলেন না ? রাধা অনুতপ্ত। এই পর্যায়ের একটি পদে রাধার দুঃখকে আরও বাড়িয়েছেন সখী। সেটি পাঠ্যাংশের পদ। গোবিন্দদাসের কবিভাবনায় পদটি নাটকীয় ও ব্রজবুলির মুখরতায় মধুর।

পাঠ্যাংশের পদের বৈশিষ্ট্য : সখী ও রাধার কথোপকথনে কলহান্তরিতা রাধার ভাবমূর্তিটি জীবন্ত। 'শুনইতে কানু' শীর্ষক পদটিতে সখী বলেন কৃষেমর বংশীধ্বনি যাতে রাখান কানে প্রবেশ না করে সেজন্য রাধার চোখ দুটি তিনি বন্ধ করতে উৎসুক ছিলেন। প্রেমাতুর রাধা সখীকে বাধা দিয়েছিলেন—কৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনি শুনলে রাধার মনে হয় তিনি ঘর ছেড়ে পথে বেরোবেন।

সখী জানতেন ভুল করেও কুলনারী রাধা যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম করেন তো সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। চোখের জলে ভেসে যাবে রাধার চোখ দুটি। কৃষ্ণ ছাড়া রাধার অস্তিত্বই বিপন্ন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের গুণাগুণ পরীক্ষা না করেই রূপমোহে নিজের দেহকে সমর্পণ করেছেন মাধবের চরণপদ্মে। কৃষ্ণের ওপর মান করে পরে অনুতপ্ত শ্রীরাধা দুঃখে জর্জরিত। তাঁর অপূর্ব রূপলাবণ্য ক্ষয়িত হচ্ছে কৃষ্ণের কথা ভেবে ভেবে। রাধার বেঁচে থাকাই দায় হয়েছে। কৃষ্ণরূপ মেঘ থেকে বারিবর্ষণের আশায় যে প্রেমবৃক্ষ রাধা হৃদয়ে রোপণ করেছিলেন—দিনে দিনে সেই প্রেমতরুটিকে রাধা বাঁচিয়ে রাখবেন নয়নাশ্রুর লবণাক্ত ধারা দিয়ে। কলহান্তরিতা রাধার প্রেমার্তি ও যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সখীর কাছে। সখী প্রথমে রাধাকে তিরস্কার করেছেন—পরে বুঝেছেন কৃষ্ণ ছাড়া রাধার জীবন বিপন্ন। চোখের জলেই কৃষ্ণপ্রেমের তরুটিকে সিঞ্চিত করতে হবে এখন। মানিনী হয়ে যাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন সেই কৃষ্ণকে প্রেমের মন্ত্রেই জয় করতে হবে নতুবা রাধার পরিত্রাণ নেই।

রাধার সেই মরণান্তিক দুঃখের আক্ষেপোক্তি নিদারুণ, তাই অন্য একটি পদে রাধা বলছেন :

যাকর চরণ   নখর-রুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে   ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরল হাম।

যাঁর চরণের নখের শোভা দেখার জন্য কোটি কোটি কামনা মূর্ছা যায় অথবা কামদেবও অজ্ঞান হন। 'সেহেন সুন্দর (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষ আমার পায়ের তলায় ধরণীতে (ধুলায়) লুটিয়ে পড়ল। আমি ফিরেও সেই পুরুষের দিকে

চাইলাম না।" অনুতপ্তা রাধার এই আত্মসমালোচনা প্রকৃত ভালোবাসারই রূপায়ণ। কলহান্তরিতা নায়িকার অন্তর্দাহ যেন হৃদয়ের অন্তর্যামিনী। প্রেম যে বিরহের মধ্যেই স্ফূর্তি পায় সে কথা ইংরেজ কবি Shelley ও বলেছেন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thgouht'—কাছে কৃষ্ণ নেই, তাঁকে দূরে সরিয়ে কলহান্তরিতা রাধা গভীর বিরহবেদনায় মগ্ন।

২.১৫ নৌকা ও দানলীলা পর্যায়

শ্রীচৈতন্যোত্তর কালের পদাবলিতে দানলীলা ও নৌকালীলার পদ সমাদৃত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নৌকালীলা ও দানলীলার প্রসঙ্গ আছে। রাধা অনিচ্ছুক হলেও নৌকার কাণ্ডারি কৃষ্ণ তাঁর যৌবন দাবি করেছিলেন দান হিসেবে। পরবর্তী কালে রাধার মনের প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে নৌকালীলার সময় সন্ত্রস্ত হয়েও তিনি স্বচ্ছন্দ। প্রাচীন কবিদের রচনায় 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ 'রাধাতন্ত্র'-এ নৌকালীলার পূর্বসূত্র মেলে। ভারখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর টীকায় সনাতন গোস্বামী চণ্ডীদাসের দান ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। রূপগোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' সংকলন-গ্রন্থের 'পদ্যাবলী'-তে যথাক্রমে দানলীলার বিবরণ ও নৌকালীলার পদ আছে। কৃষ্ণ নেয়ে সেজে রাধা ও সখীদের পার করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন :

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বহিয়ায যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ॥

যেদিন মানসগঙ্গা উত্তাল হয়ে ওঠে, ঘন মেঘাচ্ছন্ন সেই অকূল নদীতে কে যাবে 'তরণী বেয়ে'। নৌকাবিহারের আর একটি পদে শব্দব্যঞ্জনা ও অর্থব্যঞ্জনা দুয়ে মিলে পদটি রহস্যাবৃত ও মনোরম :

কয়ে তুলি কেরি করি ডুবিল ডুবিল তরী
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড় তরঙ্গ হইল বড়
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
একূল ওকূল দুকূল নিরাকুল
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল উথলে যমুনা জল
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥

তবে নৌকালীলাবিষয়ক শেষ পদে এই ধরনের পদাবলির তাৎপর্য কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন :

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী
তার আগে কি ছার যমুনা।
চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা॥

শ্রীকৃষ্ণের ভক্তির মর্মগ্রহণ করা সোজা হয়ে পড়ে। বাসনার বোঝা না নামাতে পারলে তরণী ডুবে যাবেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে 'যৌবন পাতল' করতে বলেছেন, যৌবনেই নরনারীর বিষয়বাসনা ভোগবাসনা বাড়ে তাই বোধহয় রাধারও মনের ইচ্ছা 'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও' ঃ

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।

নাম নৌকায় নিরবধি পার কর ভবনদী

তার আগে কি ছার যমুনা।

চরণ তরণী যার যে করে তোমারে সার

কিবা তার পারের ভাবনা॥

এইখানেই ভক্তিনম্র জ্ঞানদাসের পদের আসল মহিমা মূর্ত।

পাঠ্যাংশের পদটির বৈশিষ্ট্য : এ পদটি আরম্ভ হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বড়াই চরিত্রটিকে ঘিরে। রাধা তাঁর ও কৃষ্ণের দূতী বড়াইয়ের কাছেই খুলে বলছেন মনের কথা। কোথা থেকে যমুনার তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন 'বিনোদবরণ নেয়ে'। কাণ্ডারি কৃষ্ণের রূপ দেখে তাঁকে মাঝি বলে কি মনে হয় ? সোনা আর রুপো দিয়ে সাজানো নৌকায় বাজছে কিঙ্কিনি। নৌকাতে বলে থাকা সুন্দর নাবিক কৃষ্ণের হাতে রয়েছে মণিখচিত হাল। হেসে হেসে কৃষ্ণ গান গাইছেন। এ কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন—লোকায়ত কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রক্তিম চোখের ঘূর্ণি দেখে রাধাও একটু চিন্তিত :

চাপাইয়া নায় না জানি কি চায়

চঞ্চল উহারে দেখি॥

আমরা কহিও কংসের যোগানি

বুকে না হেলিহ কেহ

বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গে প্রেমময়ী রাধিকার প্রাণে একটু আছে ভয়। সাবধান করে বলছেন সখীরা যেন বলে কংসের যোগানদার হিসেবেই তারা কাজ করে। এখানেই এ পদের শেষ। সখীরা ও রাধা ভয় পাবেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাধা মিলনোৎসুক। দানলীলার পদে যখন কৃষ্ণের রাধাসম্ভোগের রূপ দেখে কবি রেগে বলছেন :

'জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া'

নৌকালীলার ক্রমবন্ধ পদে রসঘন রোমান্টিকতা জ্ঞানদাসের পদে আছে। নৌকা টলমল করছে :

হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে

টলমল স্রোতে লা।

তরণী যখন ডুবু ডুবু তখন কৃষ্ণের অভিযোগ কৌতুকপ্রদ।

ঘন উছলিছে জল

নৌকা করে টলমল

তরুণী তরণী ভার দুনু

এই পরিস্থিতিতে শ্যামবন্ধুর দাবিটি সংগত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাধা যেন দেহের বসনভার ঘুচিয়ে দেন। জ্ঞানদাস দাবি উঠিয়েই দানের কথাটি বলেননি। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখছেন : 'এই সহসা সমাপ্তিতে একদিকে গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে এবং অন্যদিকে পাঠকের দর্শনসঙ্কোচ এবং কাব্যশালীনতা উভয়েরই মর্যাদা রক্ষা পাইয়াছে।'

নৌকালীলা ও দানলীলার পদগুলি একে অপরের পরিপূরক। রাধা নৌকায় ওঠেন, কৃষ্ণ তাঁর পারাপারের নেয়ে। মাঝনদীতে তরঙ্গ ওঠে, কৃষ্ণর প্রত্যাশা মতোই যৌবনের ভার, বসন-ভূষণ এমনকী যৌবন পর্যন্ত কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে হয়—অর্থাৎ দান করতে হয়। সংকটময় পথে পরমপুরুষকে স্মরণ করে ভক্ত তাঁর দেহ-মন-প্রাণ দান করে—তেমনই রাধাও তরঙ্গসংকুল জীবনে তাঁর যৌবন দান করে দানলীলার কেলি সমাপ্ত করেন। নৌকালীলায় বিপদের সূচনা, দানলীলায় নির্ভার হওয়ার সাধনা। তাই নৌকালীলার পদের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বিবেচ্য বিষয়।

২.১৬ গোষ্ঠলীলা

বাৎসল্যলীলার সঙ্গো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত গোষ্ঠলীলা। সখ্যরসকে বলা যায় প্রেয়োভক্তিরস। এই সখ্যরসে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবার সঙ্গো যুক্ত হয়েছে সখার বন্ধুত্ব। এখানে বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের সখাবৃন্দ। সখাবৃন্দ হলেন—পুরস্থ অর্জ্জুন, ব্রজস্থ সুদাম, দাম ইত্যাদি। উদ্দীপন, শ্যামের কিশোর বয়সের মোহন রূপ, পরিহাস ও শৌর্য। অনুভাব—বাহুযুদ্ধ, কন্দুকক্রীড়া, দ্যুতক্রীড়া, আসন, দোলা, জলকেলি বানর প্রভতির সঙ্গো খেলা।

শ্রীরূপগোস্বামীর সখ্যরসের সংজ্ঞা :

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদৈঃ সখ্যমাত্মোচিতেরহি।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রস প্রেয়ানুদীর্যতে॥

অনুবাদ : স্থায়ীভাব নিজের অনুরূপ বিভাবাদি দিয়ে সৎব্যক্তির মনে সখ্যরসকে পুষ্ট করলে তা প্রেয়োরস বলে নির্ণীত হয়। শ্রী রূপ লিখেছেন অর্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী এবং শ্রীদাস ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের পুরসখা। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে হারান তাঁরা হলেন ব্রজবাসীবৃন্দ। শ্রীরূপ সখাদের চারভাগে ভাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার রক্ষী হলেন—সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গা, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র। বলভদ্র ও মণ্ডলীভদ্র এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুহৃদদের মধ্যে অগ্রজ বলরামই সখ্যরসের পদে প্রাধান্য পেয়েছেন। শ্রীরূপের নির্দেশ অনুযায়ী এই বলরাম সুহৃদ।

সখা সম্পর্কে শ্রীরূপের নির্দেশ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে ছোটো দাস্যগন্ধী সখ্যরসে যাঁরা ভক্তস্বরূপ তাঁরাই সখা—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরুথপ, মকরন্দ, কুসুমপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম। রাখাল বালকদের ক্রীড়াস্থলীতে এই সখাদের স্থান নেই।

ব্রজলীলায় তৃতীয় প্রকার বয়স্য বা সখা হল প্রিয়সখা। এই প্রিয়সখা সম্পর্কে শ্রীরূপ বলেছেন—যাঁরা কৃষ্ণের সমবয়সী এবং বন্ধুত্বই যাঁদের আশ্রয় তাঁরাই প্রিয় সখা। এঁরা—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ, কিঙ্কিণী, অংশু, ভদ্রসেন, পুণ্ডরীক, বিলাসী, গলবিঙ্ক ও বিটঙ্ক।

চতুর্থ শ্রেণি হল প্রিয় নর্মসখা। এঁরা—সুবল, অর্জুন, বসন্ত ও উজ্জ্বল। 'সুবল নর্মসখা। সুবলে করিয়া কোলে প্রেমে গদগদ বোলে / না-জানি মরম কিবা আছে।' এঁরা রাধাকৃষ্ণলীলার সম্পাদনে সহায়ক। শ্রীরূপ সখ্যরসের সঙ্গো মধুর রসের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদকর্তারা অনায়াসেই সখ্যরসের মধ্যে মাধুর্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। জ্ঞানদাসের পদে আছে গোচারণ-রত শ্রীকৃষ্ণ সবার অগোচরে রাধার সঙ্গো মিলিত হওয়ার জন্য চলে যান। দিনের শেষে শ্রান্ত শ্যামকে সখারা তাঁর হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

বৈষ্ণব পদাবলিতে মধুর রসই রূপায়িত নানাভাবে। সখ্যরসের প্রচারক নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গোষ্ঠলীলার অনুষ্ঠান করতেন। তাঁর শিষ্য ও পদকারগণ সখ্যরসের পদ রচনায় সিদ্ধহস্ত।

বলরাম দাস বাৎসল্য রস ও সখ্যরসের শ্রেষ্ঠ কবি। নন্দরাজার গৃহে লালিত শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তি ছিল গো-ধন পালন ও গোচারণ।

পূর্বগোষ্ঠ : গোচারণে যাবেন কৃষ্ণ সেখানকার মাঠে থাকার কষ্ট ও আপদ বিপদের কথা স্মরণ করে মা যশোদা কাল্পনিক ভয়ের আশঙ্কায় কাতর। কিন্তু গোষ্ঠে যেতে গোপালের প্রাণ উদগ্রীব :

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গো বাছুরি চরাব॥

বংশীবটের তলায় গোপালের খেলা। পূর্বগোষ্ঠের এই সব পদে মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রস নিঃসৃত। পদকর্তা বললাম দাস রাখালের ভাবে ভাবিত। তিনি বলেছেন গোপালের সঙ্গো তিনি গোষ্ঠে যাবেন। তাঁর চরণের বাধা

খড়ম জোগাবেন। এবং প্রাণ কানাইকে 'নয়ন গোচর' করতে প্রয়োগ করবেন সর্বশক্তি। গোপালকে আর কি ধরে রাখা যায় ? 'নটবর নবকিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো'

উত্তর-গোষ্ঠা : গোচারণ শেষে রাখালবালকের সঙ্গো গোপালকৃষ্ণের ঘরে ফেরার পালা 'সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে' করে গোচারণে এসেছেন গোপালের সখারা :

শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নব ঘনশ্যাম

কৃষ্ণ-বলরামকে পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসলেন মা-যশোদা। বামে শ্যাম ও ডাইনে বলরামকে বসিয়ে ক্ষীর ননি ছানা সর দিয়ে তৃপ্ত মা যশোমতী।

পাঠ্যাংশের পদের বিশ্লেষণ : বলরাম দাসের 'নটবর নব কিশোর রায়' পদটি সখ্যরসের হলেও এতে মধুর রসের মিশ্রণ আছে। চৈতন্যপরবর্তী পদকর্তারা অবিমিশ্র সখ্যরসে অনুপ্রাণিত। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদেও সখ্যরসের আনন্দের মধ্যে রাধাকে পাবার প্রয়াসে কৃষ্ণ দলছুট হয়ে পড়েন—'গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোষ্ঠে'। এই পদের শেষ দিকে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রাধার সঙ্গো কৃষ্ণের মিলনের কথা আছে ঃ

সদাই অন্তরে টান
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
মাঝেতে ছিঁদল দড়ি
হাতেতে কনক লড়ি
বার হইলা বিহারের বেশে। (জ্ঞানদাস—গোষ্ঠযাত্রার পদ)

পাঠ্যাংশের পদে শ্রীকৃষ্ণ নটবর বেশে সখাদের সঙ্গো 'হৈ হৈ' রবে চলেছেন গোচারণের মাঠে। ধূলিধূসর গোপালের শ্রীঅঙ্গা। তাঁর মোহ বাঁশির রবে আকাশ বাতাস উচ্চকিত। রাধাকে পথে দেখবার জন্য কৃষ্ণের চোখ চারদিকে দৃষ্টিপাত করছে। বরলাম দাসের সখ্যরসের পদে মধুর রসের যোগ দেখা যায় না। পথে চলতে চলতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন গৌরবরণী রাধা। সেই গৌরাঙ্গী রাধা ছাড়া আর কাউকেই মনে ধরে না শ্রীকৃষ্ণের। অল্প সময়ের জন্য রাধাকে দেখেও কৃষ্ণের মন চঞ্চল হয়। কিন্তু যত প্রিয়ই হন নবীন কিশোরী রাধা তবু শ্রীকৃষ্ণ সখাদের ফেলে যেতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ বেত আর বাঁশি নিয়ে বাঁশিতে অভ্যস্ত গানটি বাজাচ্ছেন। ভণিতায় কৃষ্ণসখা বলরাম দাসেরও আশা কৃষমসহ রাখালদের সঙ্গো বাস করতে পারলে তিনিও নিতেন কৃষ্ণের বেত্র, যষ্ঠি ও বাঁশি। পদে শ্রীরূপগোস্বামীর গ্রন্থানুযায়ী মধুর রসের মিশ্রণ অভিনব। রাধাকে অল্পক্ষণের ('থোরি থোরি') জন্য দেখতে পেয়েও খুশি গোপালকিশোর নন্দসুত—যাঁর মোহন শ্রীকৃষ্ণ-রূপে জগজন মোহিত।

এই পদের ভণিতা অংশের পাঠান্তর পাওয়া যায় :

অরুণ অধরে ঈষত হাস, মধুর মধুর অমিয়াভাষ
খঞ্জনবর গঞ্জন গতি বঙ্ক নয়নে চায় গো
রসের আবেশে অবশ দেহ, মন্থর গতি চলহি সেহ
দাস লোচন দেখয়ে অমনি, হাসিয়া হাসিয়া চায় গো।

পদটির ভাব ও বলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় পদটি বলরাম দাসের নয়। লোচনদাস শ্রীকৃষ্ণের নটবর বেশের চঞ্চল রূপের বর্ণনার কবি। তাই শ্রীকৃষ্ণ পথে পেয়ে যান 'নবীনা কিশোরী' গৌরী শ্রীমতীকে। বিশুদ্ধ সখ্যরসের মধ্যেই সর্বরসের রসায়ন মধুর রসের ছবিটি অভিনব।

২.১৭ অনুশীলনী

(১) চণ্ডীদাসের পদে আছে

খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নাহি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাইল অন্তরে॥
জারিল সে তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

পদটিতে কার সম্বন্ধে এসব কথা বলা হয়েছে, ব্যাধি তনুমনকে জর্জর করলে কীভাবে রাধা সুস্থির হবেন কবির এই উক্তির তাৎপর্য বিচার করুণ।

প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখুন।

(২) এঁ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরুলতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

অথবা

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলের বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥

প্রসঙ্গ নির্দেশপূর্বক ব্যাখ্যা লিখুন।

(৩) রজত কাঞ্চনে নাখানি সাজান
বাজত কিঙ্কিণী জাল।
চাপিয়াছে তাতে শোভে রাঙ্গা হাতে
মণি বাঁধা কেরোয়াল॥
রজতের ফালি শিরে ঝলমলি
কদম্ব মঞ্জুরী কানে
জঠর পাটেতে বাঁশীটি গজেছে
শোভে নানা আভরণে॥

পদটি কোন্ পর্যায়ের? কেরোয়াল শব্দটির অর্থ কী? অংশটির বর্ণনা স্বীয় ভাষায় দিন।

(৪) নয়ানে সঘনে উলটি উলটি হেরি হেরি/পালাটি পালটি গোরী গোরী /থোরি থোরি আন নাহিক ভায় গো। পদটি কোন্ পর্যায়ের? পদটির পদকর্তা কে? 'গোরি গোরি' বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? 'থোরি থোরি' শব্দদ্বয়ের অর্থ কী? সমস্ত পদটির অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

(৫) কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমল কোমল চরণ কিশলয়
নিলয় গোবিন্দদাস

পদটি কোন্ পর্যায়ের? পদকর্তা কে? 'কঞ্জলোচন' শব্দটির অর্থ কী? 'শ্রবণরোচন ভাষ' বলতে কী

বোঝায় ? 'নিলয় গোবিন্দদাস'—অংশটির তাৎপর্য লিখুন। সমস্ত পদটির কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করুন।

(৬) রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিশ পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার॥

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন।

অথবা

জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
পেমক আয়ুধে কাট॥

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন।

(৭) 'শুনাইতে কানু মুরলি রব মাধুরী'—পদটি কোন্ পর্যায়ের ? পদকর্তা কে ? পদে নায়িকার বৈশিষ্ট্য কী। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিস্তৃত প্রশ্ন ঃ

১। অভিসারের সংজ্ঞা লিখুন। এই পর্যায়ের পদরচনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। অভিসারের তত্ত্বগত তাৎপর্য আলোচনা করুন।

৩। 'আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ'—আক্ষেপানুরাগ-পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে নিকুঞ্জলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। পদটির কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। কলহান্তরিতা নায়িকা বলতে কী বোঝায় ? পাঠ্য পদ থেকে কলহান্তরিতার পদটি বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৬। গোষ্ঠযাত্রার দুটি ভাগের পরিচয় দিয়ে ওই পর্যায়ের পদে বলরামদাসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৭। পাঠ্য আক্ষেপানুরাগের পদটি ব্যাখ্যা করে জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে কী বৈচিত্র্য পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করুন।

২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু—*মধ্যযুগের কবি ও কাব্য*

২। শ্রীশঙ্করীপ্রদাস বসু—*চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি*

৩। শ্রীনীলরতন সেন—*বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় ঃ নবপর্যায়*

৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—*পদাবলী পরিচয়*

৫। সম্পাদক শ্রী দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে*

৬। ক্ষুদিরাম দাস—*বৈষ্ণব রস প্রকাশ*

৭। সুকুমার সেন—*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড*